ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 December 2022 ■ আগরতলা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং ■ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাবিত জনসমাবেশের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান পরিদর্শন করেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা।

তেইশের নির্বাচনে বিজেপির প্রচারের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী, ১৮ই আগরতলায় মহা আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের সূচনায় আগামী ১৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্য সফরে এসে বিশাল জনসভায় অংশ নেবেন। সরকারী অনুষ্ঠান হলেও এই জনসভার মধ্য দিয়ে বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথাই দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে জানালেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। তাঁর দাবি, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের ঘন ঘন প্রবাস হবে রাজ্যে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারই সূচনা করে যাবেন।

ত্রিপুরায় গৃহপ্রবেশে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রাপকদের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। তাঁর সফরকে ঘিরে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বিশেষ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে বিজেপি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ৩ লক্ষ পরিবারের গৃহ নির্মাণে সরকারি সহায়তা পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁদের সহায়তা করেছেন। তাই, ওই ঘর প্রাপকদের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ত্রিপুরায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সুবিধাভোগীদের সাথে কথাও বলবেন।

রাজীব বাবু জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যে বিজেপির জেলা প্রভারীদের সাথে বৈঠক শুরু হয়ে গেছে। তিনি স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে নতুন মাত্রায় পৌছে দিয়েছেন। তাই, তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে আজ থেকেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বিশেষ কর্মসূচীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত ওই কর্মসূচী চলবে। তাঁর দাবি, বিজেপির সমস্ত নেতৃত্ব, মন্ত্রি এবং বিধায়কগণ ওই কর্মসূচীতে অংশ নেবেন।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীকে বিমান বন্দর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে স্বাগত জানানো হবে।রাজীব বাবু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রাপক সকলের কাছে আহবান জানিয়েছেন, গৃহপ্রবেশের পর নিজ নিজ বাড়িতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করুন।

বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য জানান, সম্প্রতি দিল্লীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই সাথে আগামীদিনে রাজ্যে ভোট প্রচারে কেন্দ্রীয় স্তরের কোন কোন নেতৃত্বরা রাজ্যে আসবেন সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত একটি তালিকাও তৈরী করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই তা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তিনি আরও জানা, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের রাজ্যে ভোট প্রচারে আসার সূচনা হয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রী ১৮ ডিসেম্বর রাজ্য সফরের মধ্য দিয়েই।

ত্রিপুরা সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সফরকে ঘিরে প্রশাসনে দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী তিনি ওইদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ আগরতলা বিমান বন্দরে আসবেন। সেখান থেকে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে পৌছাবেন। সেখানে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলবেন। তবে, এখনো চূড়ান্ত সূচী ত্রিপুরা সরকারের কাছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে পাঠানো হয়নি। আজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর।। উত্তর জেলার ধর্মনগর কালীদিঘীর পশ্চিম পারে মহকুমা শাসকের সরকারি বাসভবন সংলগ্ন পরিত্যাক্ত একটি ঘরে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ভবঘুরের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে,বেশ কয়েকদিন যাবৎ ঐ এলাকা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিলো। এ বিষয়ে ধর্মনগর থানাকেও অবগত করা হয়। অবশেষে বুধবার বিকেলে স্থানীয় কিছু শ্রমিক ঐ পরিত্যাক্ত ঘরে উঁকি মারলেই এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বীরজিৎকে মাথায় রেখে প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/উদয়পুর, ১৪ ডিসেম্বর।। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটি সহ অন্যান্য কমিটি ঘোষণা দিয়েছে এআইসিসি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহাকে প্রদেশ নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান করে দশ সদস্যকে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এআইসিসির তরফে জারী করা প্রেস রিলিজে প্রদেশ নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান হলেন, বীরজিৎ সিনহা। তাছাড়া রয়েছেন ডঃ অজয় কুমার, সমীর রঞ্জন বর্মন, গোপাল চন্দ্র রায়, সুদীপ রায় বর্মন, আশিষ কুমার সাহা, অশোক দেববর্মা, বিল্লাল মিয়া, নন্দিনী চাকমা এবং এসজরিতা লাইটফ্লাং। অন্যদিকে, পলিটিক্যাল এফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে গোপাল চন্দ্র রায়কে। এই কমিটিতে রয়েছে ১২ জন। তাছাড়া রয়েছে স্পেশাল ইনভাইটি। প্রদেশ ইলেকশন কোঅর্ডিনেশন কমিটির চ্যায়রম্যান করা হয়েছে আশিষ কুমার সাহাকে। কেম্পেন এন্ড পাবলিসিটি কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে সুদীপ রায় বর্মনকে। মেনিফেস্টো কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে শান্তি রঞ্জন দেবনাথকে। মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য। তাছাড়া মুখপাত্র হিসেবে রাখা হয়েছে হরেকৃষ্ণ দাস সহ চৌত্রিশ জনকে।

এদিকে, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুধবার দুপুরে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের জেলা স্তরে সভাপতি রদবদল করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া মালপত্র সহ গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে দুই চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হলো পুলিশ। তাদের কাছ থেকে আটক করা হয়েছে বহু টমটমের ব্যাটারি সহ একটি মারুতি গাড়ি।

সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, বিজয় কুমার বণিক নামে এক ব্যক্তি থানায় অভিযোগ করেছে তার টমটমে ব্যাটারি চুরি হয়েছে। পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনা তদন্তে নামে। তারপর পুলিশ ধলেশ্বর এলাকা থেকে কৃষ্ণ দাস এবং সোহেল চৌধুরী নামে দুই ব্যক্তিকে জালে তুলেছে। তাদের কাছ থেকে টমটমের বহু ব্যাটারি, কম্পিউটার সামগ্রী এবং একটি গাড়ি উদ্ধার হয়েছে।

কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবক গ্রেপ্তার তেলিয়ামুড়া স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ডিসেম্বর।। ফের পুলিশের বিশাল সাফল্য। রাজ্যে এযাবৎ কালের মধ্যে সর্বাধিক ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হলো বুধবার ধর্মনগর থানার পুলিশ তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে তেলিয়ামুড়া জি.আর.পি পুলিশের সহায়তায়।উল্লেখ্য থাকে,, বুধবার সকাল নাগাদ বহিঃরাজ্যে থেকে রাজ্যে ফেরা দেওঘর এক্সপ্রেসে চেপে রাজ্যের দুই যুবক বহিঃ রাজ্য থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার নিয়ে আসছে ধর্মনগর থানা পুলিশের কাছে মঙ্গলবার রাত থেকেই ছিল।

সেই খবরের উপর ভিত্তি করে ধর্মনগর থানার পুলিশ ১২ জনের একটি দল গঠন করে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করার দায়িত্ব অর্পণ করে। ধর্মনগর পুলিশের ১২ জনের ওই দলটি মঙ্গলবার রাত থেকেই ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে কড়া নজরদারী রেখেছিল। অবশেষে বুধবার বহিঃরাজ্য থেকে দেওঘর এক্সপ্রেস রাজ্যে প্রবেশ করতেই ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে টাকার জলা এলাকার সুমল দেব্বর্মা, ও হাওয়াই বাড়ি এলাকার এন্ডিয়ো চেংগমা নামের দুই যুবককে ছায়ার মতো পিছু নেয় ১২জনের ধর্মনগর পুলিশের ওই দলটি।

অবশেষে দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে তেলিয়ামুড়া রেলওয়ে স্টেশনে ওই দুই যুবক নেমে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তেলিয়ামুড়া জি.আর. পি পুলিশের সহায়তায় আটক করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে তাদের আটক করে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৯৯ প্যাকেটে প্রায় ১ কেজি ব্রাউন সুগার সহ ৬০-৭০,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়। যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় এক কোটি টাকার উপর। এযাবৎকালে রাজ্যে সর্বাধিক পরিমাণ ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করার রেকর্ড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় ও ধর্মনগরে সড়ক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বিশালগড়ে পথ দুর্ঘটনায় তিন জন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিশালগড় বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন সড়কে বাস ও ইকো গাড়ির সংঘর্ষে আহত তিন জন যাত্রী। ঘটনা বুধবার দুপুর ১.৩০ মিনিটে। একটি ইকো গাড়ি সোনামুড়া থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে বিশালগড় বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন সড়কে আসতেই সামনে একটি লরি থাকায় ইকো গাড়িটি দাঁড়িয়ে পড়ে।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই জয়ন্তী বাজার থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে দ্রুত গতিতে যাওয়ার পথে বাস গাড়িটি সজোড়ে ধাক্কা মারে ইকো গাড়িতে। যার ফলে ইকো গাড়িতে থাকা তিনজন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাদেরকে উদ্ধার করে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে বাস গাড়ি এবং ইকো গাড়ির সামনে এবং পেছনের অংশটি দুমড়ে যায়। সংবাদ মাধ্যমে এমনটিই জানিয়েছেন ইকো গাড়ির চালক। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বায়ুসেনায় অগ্নিবীর প্রকল্পে নিয়োগ সচিবালয়ে উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ভারতীয় বায়ুসেনায় অগ্নিবীর প্রকল্পে রাজ্যের যুবক-যুবতীদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগের জন্য আজ সচিবালয়ে এক উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং।

সভায় ১১ এয়ারম্যান সিলেকশন সেন্টারের গুয়াহাটিস্থিত উইং কমাণ্ডার ও কমাণ্ডিং অফিসার এস সন্মগম এবং কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তা অদিতি মজমদার, রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ, উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও এনআইসি ত্রিপুরার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বায়ুসেনা সম্পর্কে রাজ্যের যুবক যুবতীদের মধ্যে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও অগিবীর প্রকল্পে নিয়োগের জন্য রাজ্যের যুবক যুবতীরা যেন আরও বেশি পরিমাণে তাদের নাম নথিভুক্ত করেন সেজন্য দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে। বায়ুসেনার অগিবীর প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে হয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে পুর নিগম এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে স্বাগত জানাতে আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে স্বচ্ছতা অভিযান। লক্ষ্য আবর্জনা মুক্ত শহর। এই বার্তাকে সামনে রেখে তিন দিন ব্যাপী চলবে স্বচ্ছতা কর্মসূচী। এদিন উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে স্বচ্ছতা রথের সূচনা করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। আগরতলা পুর নিগম এবং নগর উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এই স্বচ্ছতা রথের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযানের অঙ্গ হিসাবে সাফাই অভিযানে হাত লাগান মুখ্যমন্ত্রী।

ত্রিপুরায় উপজাতি দলগুলি বুদ্‌বুদের মত হারিয়ে যায়

ললিপপ দেখানোর রাজনীতি নতুন নয়

।। পরিতোষ বিশ্বাস।।

ত্রিপুরায় উপজাতিদের জন্য যতখানি না কাজ হয়েছে তার থেকে বেশী দরদ উপচে পড়েছে। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এরাজ্যে কে কত বেশী উপজাতি দরদী তার প্রতিযোগীতা লক্ষ্য করা গেছে। সিপিএম এডিসি পত্তনের পক্ষে সওয়াল করে। উপজাতিদের স্বশাসনের দাবীতে আন্দোলনে নামে উপজাতি যুব সমিতি। পাহাড়ে উপজাতি যুব সমিতি প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকে। প্রমাদ গুনে সিপিএম। তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে যুব সমিতি থাবা বসাতেই সিপিএমের উপজাতি সংগঠন গণমুক্তি পরিষদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়ায়। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন প্রয়াসের কথা ঘোষণা করেন। ত্রিপুরায় উপজাতি আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা দশরথ দেব উপজাতি জীবনের মানোন্নয়নের পক্ষে প্রচার করেন। একথা স্বীকার করতেই হয় যে রাজন্য আমলে উপজাতিদের জন্য তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। পঞ্চাশ যাটের দশকেও দেখা গিয়েছে বহু উপজাতি লোক নেংটি পরে থাকতেন। কংগ্রেস আমলে উপজাতি দরদের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন কার্য্যকর ব্যবস্থা হয়নি। বামফ্রন্ট উপজাতিদের এই বঞ্চনাকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় হাত বসায় যুব সমিতি নতুন করে আন্দোলনের সূচনা করে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসেই ত্রিপুরার প্রায় তিনভাগ জায়গা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষেদের অধীনে নিয়ে আসে। এর মধ্যে অধিকাংশই রিজার্ভ ফরেস্ট। উপজাতি যুব সমিতি দাবী তুলে এডিসিটে ষষ্ঠ তপশিলে উন্নীত করেত হবে। প্রচার দাবীর ব্যাপকতা দেখে মনে হয়েছিল এডিসিকে ষষ্ঠ তপশিল চালু করলেই উপজাতি জীবনের সমস্ত বঞ্চনার অবসান হয়ে যাবে। উপজাতিরা নতুন করে উজ্জীবিত হবে। এডিসিতে ষষ্ঠ তপশিল চালুর দাবী তুলে উপজাতি যুব সমিতি উপজাতিদের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নেয়। আর তখনই দেখা যায় স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক। বিজয় রাঙ্খলের নেতৃত্বে সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল টিএনভি রাজ্যে সন্ত্রাস গণহত্যা চালিয়ে যেতে থাকে। তাঁরা স্বাধীন ত্রিপুরা চায়। উগ্রপন্থী আন্দোলনকে প্রকারান্তরে বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী সমর্থন করেন। তিনি বলেন, আমি যদি উপজাতি হতাম তাহলে উগ্রপন্থায় যোগ দিতাম। সিপিএমের উপজাতি নেতা দশরথ দেবের চাইতেও যে নৃপেন চক্রবর্তী অনেক বেশী উপজাতি দরদী তা প্রমাণের চেষ্টা করতে থাকনে। রাজ্যে উগ্রপন্থার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। একের পর এক গণহত্যা রাজ্যকে সন্ত্রস্ত করে তুলে। বহু মানুষ বাড়ি ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। এই বিভৎস অবস্থায় ত্রিপুরায় ১৯৮০ সালে নজিরবিহীন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় সব ছাড়খার হয়ে যায়। সেদিনও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি শাসনের পথে হাটেননি। তিনি বিমানে সেনা বাহিনী পাঠিয়ে এই গণহত্যার বিভৎসতা রোধ করেন। এদিকে টিএনভির সশস্ত্র আন্দোলন স্বাধীন ত্রিপুরার দাবীতে। রাজ্যজুড়ে হত্যা চালিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় দেদার বিক্রি হচ্ছে কাছিম কচ্ছপ, শীতঘুমে বন দপ্তরের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া শহরের মৎস্য বাজারে কাশিম এবং কচ্ছপ বিক্রি হচ্ছে দেদার ভাবে। বনদপ্তর কুম্ভ নিদ্রায়। অথচ এই মৎস্য বাজারে তেলিয়ামুড়ার বন কর্মীরাও বাজারে আসে কেনাকাটা করার জন্য। মূলত মৎস্য বাজারে এই মরশুমে কাশিম এবং কচ্ছপ যে বিক্রি হয় সেটা মূলত বন কর্মীদের অজানার কথা নয়। উল্লেখ থাকে, কাছিম এবং কচ্ছপ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

খোলা বাজারে কাছিম এবং কচ্ছপ বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। মূলত বন আইন অনুসারে খোলা বাজারে কাছিম এবং কচ্ছপ বিক্রি করা নিষেধ। কিন্তু তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট ডিভিশনের খামখেয়ালী পনার জন্য একাংশ মৎস্য ব্যবসায়ীরা যথেচ্ছ ভাবে বুক চিতিয়ে কাছিম এবং কচ্ছপ বিক্রি করছে।

এদিকে তেলিয়ামুড়া মৎস্য বাজারের সম্পাদক নরেশ দাসকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, দু -একজন উপজাতি অংশের মানুষ তেলিয়ামুড়া মৎস্য বাজারে এসে মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে যায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৬৫ ▫ ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ ইং ▫ ২৮ অগ্রহায়ণ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

ডান্ডা মারিয়া ঠান্ডা

চীনা সেনাকে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করিয়া দিল ভারতীয় সেনা। তাহাতে রীতিমতো অপদস্থ হইয়া লেজ গুটাইয়া পালাইতে বাধ্য হইল লালসেনা। এই লজ্জা ঢাকিতে নানা প্রয়াস চালাইলেও এই দৃশ্য ভাইরাল হইয়া গিয়াছে। তাহাতে রীতিমতো বিপাকে পড়িয়াছে চীন। অপরদিকে গর্বে বুক উঁচু হইয়া উঠিয়াছে ভারতীয় সেনাদের। ভারতীয় সেনাদের এই বিরুদ্ধে গোটা দেশবাসী গর্বিত।ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল চিনা সৈনিকরা। পরাক্রমের সঙ্গে তাহা রুখিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে ভারতীয় সেনা। লালফৌজকে নিজেদের পোস্টে ফেরত পাঠানো হইয়াছে। অরুণাচলের তাওয়াং সেক্টর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারত-চিন সংঘর্ষের ঘটনা নিয়া সংসদে এমনই বিবৃতি দিয়াছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁহার সেই বক্তব্যই যেন ধরা পড়িল একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে। যেখানে দেখা গিয়াছে, চিনা সৈনিকদের "ডান্ডা হাতে ঠান্ডা" করে দিল ভারতীয় জওয়ানরা। চিনা লালফৌজকে যেন এভাবেই উচিত শিক্ষা দিল ভারতীয় সেনা। অরুণাচলের সংঘর্ষের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তোলপাড় গোটা দেশ। এমত অবস্থায় সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হইয়াছে একটি ভিডিয়ো। যেখানে দেখা গিয়াছে একদল চিনা সৈনিককে লাঠি হাতে তাড়া করিয়াছে ভারতীয় সেনা। জওয়ানদের হাতে তাড়া খাইয়া পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে লালফৌজ। কোনওভাবেই ভারতীয় জওয়ানদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না তাহারা। যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে চিনা সৈনিকরা সরিয়া যাইতেছে, ততক্ষণ লাঠি হাতে তাহাদের তাড়া করিয়া চলিয়াছেন জওয়ানরা। ভারতীয় ভূমিকে বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করিতে পারিয়া আনন্দে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে ভারতীয় সেনা। ভিডিয়ো ভাইরাল হইতেই তাহা তাড়াইয়া উপভোগ করিয়াছেন ভারতীয় নাগরিকরা। সেনার সেলিব্রেশনের সেই মুহূর্ত নিয়া হইচই পড়িয়া গিয়াছে নেটিজেনদের মধ্যে। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি এই সময় ডিজিটাল। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের অনুমান, এই ভিডিয়ো ৯ ডিসেম্বরের। ওইদিনই অরুণাচলের তাওয়াং সেক্টরের কাছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল ভারত ও চিন। ভারতীয় সেনার কাছে তাড়া খাইয়া কার্যত গুটাইয়া যায় চিন। প্রথমে তাহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া বেদম প্রহার করে জওয়ানরা। পালাইতে গেলেই লাঠি হাতে তাড়া। পড়ি কি মড়ি করিয়া কোনও মতে বাঙ্কারে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচায় চিনা লালফৌজ। ভিডিয়োতে গত ৯ ডিসেম্বর অরুণাচলপ্রদেশের তাওয়াঙে আগ্রাসী চিন ও ভারতীয় সেনার মধ্যে সংঘর্ষের এ হেন দৃশ্য দেখা গিয়াছে। ২ মিনিটের ভিডিয়োতে দেখা গিয়াছে বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া চলে হাতাহাতি। ২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান সংঘর্ষের থেকে শিক্ষা নিয়া এবার আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল সেনা। ফলে চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি সেভাবে ধোপে টিকিতে পারেনি।

তৃণমূলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল হাওড়ায়

হাওড়া, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : হাওড়ায় তৃণমূল জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল। পোস্টারে হাওড়া (সদর) তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং ডোমজুর আসনের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে প্রতারক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পোস্টার যারা লাগিয়েছে তারা নিজেদেরকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বলে দাবি করেছেন। বিজেপির তরফে উমেশ রাই বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসে ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে, সেই কারণেই এমন পোস্টার সাঁটানো হয়েছে।

ডোমজুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস মাইতি বলেন, গোটা ঘটনার পিছনে কিছু স্বার্থপর লোক রয়েছে। তিনি বলেন, যারা ২০২১ সালে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়েছেন। ওই লোকেরা তৃণমূল কর্মীদের নামে পোস্টার লাগাচ্ছে। তার মতে, 'ব্যবসা' বন্ধ হলেই দল ও দলের নাম বদনাম করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এসব লোক।

হাওড়া তৃণমূলের একটি সূত্র জানিয়েছে, সভাপতি হওয়ার পর দলের নামে তোলাবাজির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন কল্যাণ ঘোষ। একই সঙ্গে দলের বিভিন্ন কমিটিতে যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা শুরু করেন তিনি। যা অনেকের জন্যই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় কল্যাণের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানোর পিছনে তাঁর উপর ক্ষুব্ধ কিছু তৃণমূল কর্মী থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও তাপসের দাবি, তাঁর দলে কোনো ভাগ নেই। তিনি বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন।

ভারতে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, মৃত্যুহার কমেছে : স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, মৃত্যুহারও কমেছে। বুধবার রাজ্যসভায় এক লিখিত বিবৃতিতে জানালেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তিনি জানান, দেশে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, মৃত্যুহার কমেছে এবং অপুষ্টিজনিত কারণে কোনও শিশুর মৃত্যু হয়নি। লিখিত জবাবে স্মৃতি ইরানি আরও জানিয়েছেন, ২০১৯ এবং ২০২২ সালের মধ্যে জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষার সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টির সূচকগুলি ২০১৫-১৬-এর তুলনায় উন্নত হয়েছে।

শিক্ষা বাঁচাও পশ্চিমবঙ্গ বাচাঁও মহাসমাবেশের ডাক দিলো শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার ভগ্ন দশার পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষানুরাগী মানুষ শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে যৌথ মঞ্চের মাধ্যমে হতে চলেছে শিক্ষা বাচাঁও পশ্চিম বঙ্গ বাঁচাও মহাসমাবেশ

আগামী ১০ জানুয়ারি কলকাতায় রানী রাসমনি অথবা মেয়ো রোডে হবে এই মহাসমাবেশ। তার আগে এই সমাবেশ ৬ ই জানুয়ারি শিলিগুড়িতে হবে। মঞ্চের রাজ্য আহ্বায়ক অধ্যাপক সুদীপ্ত মুখার্জি বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন এই সমাবেশকে সামনে রেখে রাজ্যের শতাধিক নগরে পথসভা এবং সমস্ত জেলা কেন্দ্রে পদযাত্রা করা হচ্ছে।

এই অভিযানের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মঞ্চের রাজ্য সমিতির সদস্য শিক্ষক বাপী প্রামাণিক বলেন দুর্নীতি, রাজনীতি, তোষণ, নিগ্রহ, বঞ্চনা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা যে রসাতলে গিয়েছে সেখান থেকে কিভাবে কর্মসংস্থানমুখী আধুনিক শিক্ষা গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে গেলে দুর্নীতি,রাজনীতি, তোষণ ও বঞ্চনা মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। এদিন উদ্যোক্তাদের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অনুপম বেরা, অধ্যাপক সন্দীপ চ্যাটার্জী, সুস্মিতা মন্ডল, পারিজাত রাহা প্রমুখ।

শিক্ষা বাঁচাও পশ্চিমবঙ্গ বাচাঁও মহাসমাবেশের ডাক দিলো শিক্ষা- সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার ভগ্ন দশার পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষানুরাগী মানুষ শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে যৌথ মঞ্চের মাধ্যমে হতে চলেছে শিক্ষা বাচাঁও পশ্চিম বঙ্গ বাঁচাও মহাসমাবেশ আগামী ১০ জানুয়ারি কলকাতায় রানী রাসমনি অথবা মেয়ো রোডে হবে এই মহাসমাবেশ। তার আগে এই সমাবেশ ৬ ই জানুয়ারি শিলিগুড়িতে হবে।

'...তাঁহারি পরশে অঙ্গ মোর স্পর্শময় প্রাণের হরষে'...

ড. সুরেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুরে প্রেসিডেন্সি জেলের প্রধান আকর্ষণ "অরবিন্দ সেল'। ৯ বাই ১১ ফুটের এই ছোট্ট ঘরটিতে বিপ্লবী অরবিন্দ বন্দি ছিলেন ৫ই মে ১৯০৮ থেকে ৬ই মে ১৯০৯ পর্যন্ত। এই সেলে বসেই বান্ধবী অ্যালিসকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেই রয়েছে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ থেকে ঋষি অরবিন্দ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত। নিয়ে গেল, সেদিন আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। ঈশ্বরকে মনে মনে বলেছিলাম সেদিন, দেশমাতৃকার সেবা করবো ভেবেছি... তুমি আমাকে রক্ষা করতে পারলে না! জানো অ্যালিস, সেদিনই বুকের মধ্যে কে যেন বলে উঠল,- 'দেখো না কী হয়।" আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলে এলাম। অপেক্ষা করছি। একদিন... বিশ্বাস করো অ্যালিস, সত্য কথা তোমায় বলছি; যেমন করে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, ঠিক সেভাবেই একদিন রাতে আরও স্পষ্ট ও মধুর ভাবে শুনতে পেলাম তার কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন, "তুমি এই কাজের উপযুক্ত নও। তোমার জন্য অন্য কাজ নির্দিষ্ট করা আছে। আর সেই কাজের জন্য আমিই তোমাকে তৈরি করব..." তিনিই আমার হাতে তুলে দিলেন ভগবদগীতা। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী। কী চান ভক্তের কাছ থেকে ভগবান? সবই লেখা আছে গীতায়। শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, "সনাতন ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। সারা পৃথিবীর মানুষের অন্তরে এই ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যা তাদের সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে ধারণ করবে।" কবি জীবনানন্দ বলেছেন, "...আমরা এই ঘুম ভাঙানোর জন্যই শ্রীঅরবিন্দ বাসুদেবের মতো তিনি আমাদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছেন বার বার। এসেছেন বুদ্ধদেব রূপে, এসেছেন শ্রীচৈতন্য হয়ে, কখনওবা কল্পতরু শ্রীরামকৃষণ, অবতার পুরুষ ওঙ্কারনাথদেব প্রভৃতি মহামানব রূপ পরিগ্রহ করে। সভ্যতার সংকট রাত্রে এঁরা প্রত্যেকেই ধর্মের আলোকবর্তিকা হতে পথ দেখিয়েছেন সমাজকে। এঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেই যুগে যুগে মানুষ হেঁটেছে অনিশ্চিত জীবনের উপলবন্ধুর পথে। ঘোরতিমিরঘন নিবিড়রাত্রি শেষে দেখেছে মুক্তির সূর্যোদয়। ভগবান ও তীর প্রতিষ্ঠিত ইন্টার বেদান্ত সোসাইটি নিশ্চিতভাবেই নতুন সূর্যোদয় এনেছিল ভারতের অধ্যাত্মচর্চার জগতে। কে এই ভগবান? মহাত্মা স্বামী পবিত্রানন্দজির মন্ত্রশিষ্য, যিনি শ্রীরামকৃষ, বিবেকানন্দের বেদান্তচর্চাকে আবারও পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের কোণে কোণে। শিষ্যদের কী বলেন ভগবান তিনি বলেন, চঞ্চল মনে ঈশ্বরদর্শন হয় না। মনকে আগে স্থির করতে হবে। চিন্তশুন্য হওয়াটাই সাধকের প্রধান কাজ। অন্তর ফীকা হলেই তিনি আসবেন। তখনই মানুষ ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারবেন। আর একমাত্র সদগুরুই দিতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন আত্মসমর্পণ। Oneness... এটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। আমরা সব কিছুর মধ্যেই যেন এককে খুঁজে পাই। বেদান্ত নিজের খোজ নেয়। জীবনের খোঁজ নেয়। পরমাত্মার খোঁদ দেয়। পরমাত্মা কোথায়? ভগবান বলেন, তিনি তোমার অতি নিকটেই আছেন। অন্তরের ভালোবাসাই তীকে প্রকট করে তুলবে। ঘরটিতে বসিয়া জগন্মাতার চিন্তা ও তৎপর ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে। একপাশে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপ জবলিতেছে। কিছুক্ষণ পর শঙ্ক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কালী মন্দিরে আরতি হইবে। শুরা দশমী তিথি। চতুর্দিকে চাদের আলো। ভালোবাসা না এলে হয় না। খুব ভালোবাসা হলে তবেই তো চারদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়।" ভগবান বলেন, "আমি দুঃখের কথা বলি না। দুঃখের কথা শুনি। আর সেই দুঃখ দূর করার চেষ্টা করি। এটিই ধর্ম জগতের নিয়ম। ভগবান কখনও বিরাটীতে মায়ের বাড়িতে কখনও বা মৈত্রয়ী ভবনে, বাদু, টালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সেই শাশ্বত বাণীরই প্রচার করে আসছেন দিনের পর দিন। তাঁর বাণীর মধ্যে একটি সুনিবিড় সমেমোহন আছে। ঈশ্বর ঐশ্বর্যে থাকেন না। তিনি অহঙ্কারে নেই। ভগবান বলেন, ঈশ্বর থাকেন অন্তরে। তাঁর স্থান একনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে। তিনি ভক্তির বশ। দক্ষিণেশ্বর বিষুণ্ড মন্দিরের গয়না চুরি হয়ে গেল। মথুরবাবু ঠাকুরকে বলছেন, 'দূর ঠাকুর, তোমার কোনও যোগ্যতা নেই। তুমি কিছু করতে পারলে না।" ঠাকুর বললেন, "এ তোমার কী কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না করছো, তাঁর পক্ষে এগুলি মাটির ঢেলা।" ঈশ্বর টাকাপয়সা চান না। ভক্তের কাছে ভগবান চান ভাব, প্রেম, ভক্তি। সকালে, দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় ভগবানের অমৃত মন্ত্রের গম্ভীর ধবনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়। একনিষ্ঠ ভক্তদের প্রতি তার অমৃত উপদেশ- সাধুসঙ্গ, সদরস্থ পাঠ আর গুরু আরাধনার মাধ্যমে সকলে চরিতার্থ হবে। আরও বলছেন,মহাপুরুষরা কখনও বলেন না, আমাকে দেখ। তারা বলেন, এসো বসো। তোমাদের শেষ কথাটি বলি, তুমি নিজে জাগো। নিজেকে জেনে তুমি পূর্ণ হও। তোমার কীসের অভাব বোধষতুমি তো চিরকালই পূর্ণ। ১৯শে নভেম্বর ২০২২। ৭৬৩ এর ৩৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস। স্থান কসবার কাছে হালতু। বহু মানুষের সমাগমে স্থানটি মুখরিত। দিব্য আসনে ভগবান। রয়েছেন তেজোময়ী মাতাজি। আমার পাশে জয়শরণ। উত্তরীয় পরিয়ে দিলাম ভগবানের গলায়। চরণ স্পর্শ করে প্রমাণ করতেই বিদ্যুতের মতো এক শিহরণ। দিব্য সে অনুভূতি... আপন পূর্ণত্বের আনুভব। আপনিই সেই মহান পুরুষ। আর সেই মধুর শীতল স্পর্শ আজও আমার শরীরের কোষে কোষে। আগামী ৩রা জানুয়ারি, ২০২২ ভগবানের ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে সায়েন্স সিটি মেইন অডিটোরিয়ামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অইাভিএস। আইভিএস এর সুবিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কিছুটা পরিচয় হয়েছে। সোসাইটির ভাবাদর্শ পাঁচটি। পাঁচটি দিব্য পথ। মূলমন্ত্র বেদান্ত দর্শনের প্রচার। তাই দেখি স্বামী র্নিগুণানন্দজি, তেজোময়ী মাতাজি, বেদপ্রাণা মাতাজিরা সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতেও এনে দিয়েছিল বেদান্তচর্চার সুবাস। ১৬৩ এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা জানিয়ে ঝকঝকে ডিজিটাল কার্ডে চমৎকার অলঙ্করণের সঙ্গেই রয়েছে আকর্ষণীয় মহাবাকোর মায়াময় আবাহন। এর সঙ্গে সঙ্গেই চলছে সামাজিক কর্তব্যের যথাযথ পালন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণকার্য অথবা দরিদ্র নরনারায়ণের মাঝে অন্ন বস্ত্র কম্বল বিতরণ করার মতো কয়েকটি পবিত্র মুহূর্তের সাক্ষী আমরা। **(সৌজন্যে- দৈ:স্টেটসম্যান**

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস : আমাদের ভাবনা

আবুল কাসেম হায়দার

আমাদের সবচেয়ে প্রিয় দিবসটি হচ্ছে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এই দিনে ১৯৭১ সালে আমরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী থেকে যুদ্ধে জয় লাভ করে বিজয় অর্জন করেছি। তাই এদিন আমাদের সকলের অতি প্রিয়, অতি আনন্দের দিন। প্রতি বছর এই দিনটি ঘুরে ঘুরে আমাদের মাঝে হাজির হয়। হাজারও রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বিজয় দিবস পালন করি। বিজয় দিবসের এই দিনে তাই নানা কিছু আমাদের হৃদয়ে ভেসে উঠে। প্রশ্ন জাগে কিসের বিজয়? কেমন করে আমাদের এই বিজয় অর্জিত হলো? কে আমাদের শত্রু? কে আমাদের বন্ধু বা মিত্র? এই দিনটিকে ঘিরে সকল প্রশ্নর জন্ম হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ নামে দুটি দেশের জন্ম হয়। ঐদিন পর্যন্ত বৃটিশ আমাদের শাসন করে। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। দীর্ঘ প্রায় দুই শত বছর ব্রিটিশ বেনিয়া আমাদের ভারতবর্ষকে শাসন-শোষণ করে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে পাকিস্তানের অংশ পূর্ব পাকিস্তান যা আজকের বাংলাদেশ নানাভাবে পাকিস্তানী শাসক দল কর্তৃক শোষিত হচ্ছিল। অত্যাচার, অনাচার, জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, বাংলা ভাষার জন্য আমাদের ১৯৪৭ সালের পর আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমে এই আন্দোলন ছিল মাতৃভাষার রক্ষার আন্দোলন। যখন জিন্নাহ বললেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, তক্ষণি প্রতিবাদ না না, বাংলা ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য স্মারকলিপি দেয়। তখন থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন শুরু। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে সালাম, রফিক, জব্বার, প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আজ বিশ্বজুড়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস। ঐ দিনের স্মরণে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান বিরোধী গণঅভ্যুত্থান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেয়। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পর ৭০ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসে। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা পূর্ব বাংলার মানুষ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। সারা পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠিতা অর্জন করে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করে পাকিস্তান শাসন করবেন। কিন্তু সেনা শাসক ইয়াহিয়া খান তা করতে দিলেন না। বঙ্গবন্ধু আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ভুট্টোর সঙ্গে আতাত করে ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলার উপর ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে হত্যা-নির্যাতন শুরু করে দেয়। কিন্তু ঐ দিনের পূর্বে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তার অমর ভাষণে জাতিকে নির্দেশনা দিয়ে স্বাধীনতার পথকে সুগম করলেন। তাই ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ আন্দোলনকামী বাংলার মানুষের উপর লেলিয়ে দেয়া পাকিস্তানী বাহিনী এক হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। তখন থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ।

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর থেকে মাত্র ৯ মাসে বাংলার দামাল ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীনতার দুয়ারে নিয়ে উপনীত হয়। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের মুক্তি সংগ্রাম সফলতা লাভ করে। লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আমরা আমাদের বিজয় পতাকা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হই। তাই ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, মুক্তির দিবস। বিজয় দিবস আসলে আমাদের ভাবনা মনের হৃদয়ে উঁকি দিতে থাকে। কেন আমরা যুদ্ধ করেছি? কি জন্য লক্ষ লক্ষ তরুণ জীবন দিল? চেয়েছি কি? আমরা পেয়েছি কি? আমাদের যুদ্ধ, সংগ্রাম, ত্যাগ অনেকগুলো কারণকে নিয়ে সংঘটিত হয়েছিল।

গণতন্ত্রের জন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধ : ১৯৭০ সালে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পরও পাকিস্তানী বাহিনী গণতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে স্বৈরশাসন কায়েম করে। তার বিরুদ্ধে ছিল আমাদের প্রতিবাদ, সংগ্রাম এবং সর্ব শেষে যুদ্ধ। গণতন্ত্রকে উদ্ধার করার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। তার বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা আসে। একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র আমরা লাভ করলাম। গণতন্ত্র মুক্তি পেল। আজ আমাদের দেশ স্বাধীন আমাদের স্বাধীন সংসদ রয়েছে। আমাদের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশ পরিচালনা করছেন। আমাদের একটি স্বাধীন সেনাবাহিনী রয়েছে। আমাদের জাতীয় সত্তা আলাদা। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি। দেশ আমাদের কর্তৃক স্বাধীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত বাকস্বাধীনতা গণতন্ত্র কি সর্বস্তরে আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি? বিজয় দিবসে এই সকল ভাবনা আমাদের মনকে বারবার দোলা দেয়।

অর্থনৈতিক মুক্তি : অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করেছি। অর্থনেতিকভাবে বিশ্বের দরবারে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব বলেই আমাদের মুক্তি। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর অর্থনৈতিকভাবে আমরা স্বাধীন ছিলাম না। অর্থনৈতিক বৈষম্য আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে। বৈষম্যের ফলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পিছিয়ে পড়ে। ১৯৫০ দশকে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ শতকরা ২১ ভাগ থেকে ২৬ ভাগ। ১৯৬০ এ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৩২ থেকে ৩৬ ভাগ। রেভিনিউ খাতে ওই সময় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয় মোট ২৫৪ কোটি টাকা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৮৯৮ কোটি টাকা। এইভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে অত্র এলাকার মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্র হচ্ছিল। নানাভাবে শোষণের ফলে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ছিল খুবই সীমিত। তাই আন্দোলন, তাই সর্ব শেষে মুক্তিযুদ্ধ। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমাদের যুদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান অনেক। তখন ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এখন ৪০ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর, লেখাপড়া জানে না। তাই স্বাধীনতা ৪৩ বছরে এসে আমাদের মনে করে দেয়। আমাদের আরও উন্নত হতে হবে। আরও বেশি অর্থনৈতিক উন্নতি সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে আনতে হবে। যদিও আমরা এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। শীঘ্রই আমাদের উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছাতে হবে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন।

সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ স্বাধীনতার পর থেকে তথা ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান দুইটি আলাদা সমাজ কাঠামোর গড়ে উঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতি পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু মুসলিম তথা ইসলামের একটি লেবাস ব্যবহার করা হয়েছিল। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের শুধু সামাজিক কাঠামো স্বতন্ত্র ছিল তাই নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতিও ছিল ভিন্ন ইসলামী ঐতিহ্য এবং হিন্দু বৌদ্ধ সংস্কৃতির গভীর প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠে ইসলামের নিবারণ অথচ অনমনীয় নীতি শুদ্ধ আদলে এবং হিন্দু ধর্মের উদার ও গ্রহণযোগ্যতার তীর ঘেঁষে। পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতি ছিল অনেকটা গোঁড়া ও একাত্মবাদী। রাজনৈতিক ও সামাজিক এই পার্থক্য দুই পাকিস্তানকে আলাদা করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। সর্বোপরি হত্যা, গুম, নির্বিচারে গণহত্যা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে আসে। অতি অল্প সময়ে মাত্র ৯ মাসে আমরা আমাদের মুক্তির স্থানে পৌঁছে গেলাম। আজ আমরা এক জাতি, একই সংস্কৃতিতে জীবনযাপন করি। কিন্তু তবুও আমাদের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এই চার জাতির পর আমাদের মধ্যে বয়ে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী।

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ ঃ বিজয় দিবসে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস মনে করে দেয়। ছয় দফা কর্মসূচিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন প্রথম থেকেই ছিল অত্যন্ত গতিশীল এবং জনসমর্থনপুষ্ট। ছয় দফা বাঙালির হৃদয় মনে এমনভাবে স্থাপিত হয়েছিল যেন এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা এক আন্দোলন। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ পরিষদের ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে বিজয় অর্জন করে। এবং মহিলাদের ৭টি আসনও আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এক রেকর্ড স্থাপন করে। নির্বাচনের এই ফলাফল ছিল আশাতীত এবং নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ প্রত্যাশা করেছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন হবে। কিন্তু পাকিস্তনী শাসনকারী এলিটবৃন্দ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন না করার ক্ষেত্রে ছিল অনমনীয়। এমনকি বাঙালি আধিপত্যে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে তারা রাজি ছিল না। ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত রেখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ মার্চের ঘোষণা থেকে ছিল এক ক্রান্তিলগ্ন। এমনিতে তাই ছয় দফা দাবি অচিরে রূপ নিল একদফা দাবিতে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এক দফা দাবিতে। আজকের বিজয় দিবসে এই সকল ইতিহাস আমাদের মনে করে দেয় গণতন্ত্রের সীমা রেখাকে। আমরা কি সেই গণতন্ত্রের চর্চার মর্যাদা দিতে পেরেছি! দেশে বিদেশে কি আমাদের সেই মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। না পাইনি। তাই আমাদের আরও অনেক বেশি দূর পাড়ি দিতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য আমাদের সংগ্রামকে আরও বেশি বলীয়ান করতে হবে। গণতন্ত্রকে সম্মান করতে শিখতে হবে, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আজকের বিজয় দিবস হোক আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণের দিবস।

বিজয় দিবস ও দারিদ্র্য : আমরা আমাদের বিজয় ছিনিয়ে এনেছি। কিন্তু দারিদর্যকে আমরা জয় করতে পারিনি। আমাদের এখনকার সংগ্রাম হতে সমান, দেশ দারিদ্র্য হঠাও আন্দোলন। দেশের এখন ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যের নিচে রয়েছে। প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষ শিক্ষার আরো থেকে বঞ্চিত। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদেরকে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অনেক অনেক কমিয়ে আনতে হবে। উপায় কি? কিভাবে আমরা আমাদের দরিদ্রতার সীমাতে কমিয়ে আনতে পারি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল অস্ত্র ছিল আমরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তি চাই। রাজনৈতিক মুক্তি আমাদের এসেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি এখনও পুরোপুরি আমরা লাভ করতে পারি নাই। সরকার দারিদ্র্য দূর করার জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে যাচ্ছেন। একটি খামার একটি বাড়ি প্রকল্প কয়েক বছর ধরে চালু হয়েছে। কিছুটা সুফল কিছু লোকে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে আমাদের এখনও প্রাইমারী স্কুল নাই। সরকার সকল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখনও তা কাঙ্ক্ষিক্ষত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

বিজয় দিবসে দুর্নীতিকে 'না' : আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৫ বছর শেষে এখনও আমরা দুর্নীতিকে ডুবে রয়েছে। আমাদের সকল অর্জন দুর্নীতি নামক দানবটি খেয়ে ফেলেছে। তাই সমাজের উঁচু স্তর থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত দুর্নীতিকে 'না' বলতে হবে। দুর্নীতি নামক বস্তু সম্পর্কে আমাদের সকলের সমস্বরে না বলতে হবে। বিজয় দিবসে আমাদের শিক্ষা এখন হতে হবে দুর্নীতিকে 'না' বলা। আমরা কি সকলে দুর্নীতিকে 'না' বলার সৎসাহস দেখাতে পারব! আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন রয়েছে। এখন দুর্নীতি দমন কমিশনের ১৩ বছর অতিক্রম করলো। দুর্নীতি দমন কমিশন কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, তারা সঠিকভাবে দুর্নীতি দমন করতে কাজ করতে পারছে বা করছে! রাষ্ট্রকে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন করে দিতে হবে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যত দিন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকবে তত দিন দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন বা বলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ কমিশন বলতে পারেন। সরকার ইচ্ছা করলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করতে পারেন। কন্ট্রোল করতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে স্বাধীনভাবেও কাজ করাতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানকে সকল রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ দিতে হবে। তা না হলে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা যাবে না। দুর্নীতিকে সহনশীল পর্যায়েও রাখা যাবে না। পৃথিবীর সকল দেশে দুর্নীতি রয়েছে। কোথাও কোথাও অসহনশীল পর্যায়ে, কোথাও বা সহনশীল পর্যায়ে দুর্নীতি রয়েছে। কিন্তু আমাদের মত একটি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে দুর্নীতিকে অত্যন্ত সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন। বিজয় দিবসে জাতি সকলের নিকট সেই আশা পোষণ করে।

বিজয় দিবস নৈতিকতা ও মূল্যবোধ : আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশের জন্য। কিন্তু আজ আমাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছে। সমাজের সকল স্তর থেকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দারুণ অভাব। ১৯৭১ সালে আমরা সকল অন্যায়, অবিচার, মূল্যহীন জীবনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করি। তা পরবর্তীতে মুক্তি সংগ্রামে রূপ নেয়। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি নাই। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। অকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় দেশে স্থাপিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাসের হারও বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে। পাসের হারও বেশ ভাল। কিন্তু নৈতিক শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, মনুষ্যত্বের শিক্ষা আমরা দিতে এখনও সক্ষম হয় নাই। বিজয় দিবসে আমাদের মনে এই সকল চিন্তা নানাভাবে ঘোরপাক খাচ্ছে। এই দিনে আমাদেরকে এই সকল বিষয়ে আরও শক্তিশালী হওয়ার দৃঢ়তা শিক্ষা দেয়।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে কারিকুলামে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন আনতে হবে যাতে করে শিশুকাল থেকে ছাত্রছাত্রীগণ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হয়ে নিজকে গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষা ছাড়া তথা সুশিক্ষা ছাড়া কোনক্রমেই নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা হবে না। মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারবে না। সার্টিফিকেট সম্পন্ন কিছু যুবক-যুবতী তৈরি করলে দেশ কখনও মৌলিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা নিজেদের মধ্যে করতে হবে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষকম-লী ছাড়া নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী তৈরি হবে না। তাই প্রথমে শিক্ষককে সুশিক্ষক হতে হবে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষকম-লী তৈরির জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিজয় দিবস আমাদেরকে তা শিক্ষা দেয় তা দাবি করে। জাতীয় ঐক্য ও রাজনীতি : বিজয় দিবসে নানা ভাবান আমাদের মনের মধ্যে এসে পড়ে। ১৯৭১ সালে জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কোন বিভেদ, অনৈক্য আমাদের মধ্যে ছিল না। রাজনৈতিকভাবে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ স্বাধীনের জন্য যুদ্ধ করেছি। সেই ঐক্যের রাজনীতি আমাদের এখন বড় প্রয়োজন। জাতি আজ প্রায় দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জাতীয় বড় বড় ইস্যুতে পর্যন্ত আমরা সকল রাজনৈতিক দল এক সুরে কথা বলতে পারছি না। বিগত জাতীয় নির্বাচন সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ হয় নাই বলে দেশে বিদেশে তা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে নাই। তাই আগামী নির্বাচন সরকার চাচ্ছেন সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণমূলক স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সকলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আমাদের দেশের চেহারা পাল্টে দেবে। দেশে বিদেশে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যাবে। আমাদের দেশে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ ও এখন বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায় আগামী নির্বাচনকে একটি মডেল হিসাবে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ গ্রহণ করে জাতিকে সকল কালিমা থেকে মুক্ত করবে। তাই সরকারকে সকলের পূর্বে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। মেরুদ-হীন নির্বাচন কমিশন দিয়ে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কখনও আশা করা যায় না। আজকের বিজয় দিবসে আমাদের প্রাণের দাবি একটিগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী জবাবদিহিমূলক সরকার উপহার দেয়া।

আইনের শাসন ও সুবিচার নিশ্চিত করা : আমাদের স্বাধীন বিচার বিভাগ রয়েছে। সরকার বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন। এখন বিচার বিভাগের প্রয়োজন তাদের যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার নজির স্থাপন করা। বিচারহীনতাকে বের হয়ে আসা। আইনের শাসন সকলের নিকট সমান ও গ্রহণযোগ্য তা প্রমাণ করার জন্য বিচার বিভাগকে এগিয়ে আসতে হবে। সুবিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আজও সাধারণ মানুষ অভিযোগ করে ন্যায় বিচার হতে তারা বঞ্চিত। এই অভিযোগ যাতে কেউ করতে না পারে সেই রকম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে বিচার বিভাগ হতে হবে।

আইনের শাসনকে সহজ ও সহজ লক্ষ্য করতে হবে। বিচার কাজের খরচ অনেক বেশি। সাধারণ একজন নাগরিক ন্যায়বিচার আসায় অধিক খরচের জন্য আদালতে যেতে পারে না। বিশেষ করে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে নানা খরচ অধিক হওয়ার কারণে সাধারণ আয়ের মানুষ মামলা পরিচালনা করতে পারে না। খরচ কমাতে হবে। খরচ কমানোর জন্য সরকারও বিচার বিভাগকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। দেশে গুম, খুন, হত্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার মূল কারণ ন্যায় বিচার, দ্রুত বিচার থেকে মানুষ বঞ্চিত। দ্রুত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারলে সমাজ থেকে গুম, খুন, অবিচার, অত্যাচার অনেক ক্ষেত্রে বেশ হ্রাস পেত। বিজয় দিবসে আমাদের ভাবনা ও ইচ্ছা ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষ ও দ্রুত বিচার কার্যকর দেখতে চাই। তবেই আমাদের বিজয় হৃদয় মনে উৎফুল্লতা এনে দেবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নয়ানজুলিতে পর্যটক বোঝাই বাস; হরিপালে মৃত এক, আহত অন্তত ৩৫ জন

হরিপাল, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বাড়ি ফেরার আনন্দ পরিণত হল বিষাদে! হুগলি জেলার হরিপালে নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ল পর্যটকবোঝাই একটি বাস। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের ও কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছেন। অযোধ্যা পাহাড় থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বুধবার ভোরে ফেরার পথে হুগলির হরিপালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় পর্যটক বোঝাই বাসটি। মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আহত অন্তত ৩৫ জন বাসযাত্রী।

পুলিশ সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থেকে ৬৭ জনের একটি দল গত সোমবার অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। বুধবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ হরিপাল দিয়ে কলকাতার দিকে আসছিল পর্যটক বোঝাই বাসটি। অহল্যাবাঈ রোডে আচমকাই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে নয়ানজুলি থেকে অন্তত ৩৫ জনকে কমবেশি আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাপসী হালদার নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আহতদের মধ্যে ৮ জনের আঘাত গুরুতর।

পারদের ওঠা-নামা লেগেই আছে, চলতি সপ্তাহেই তিলোত্তমায় শীত বাড়ার সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতের মুখে পারদের ওঠা-নামা লেগেই রয়েছে তিলোত্তমায়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতেও কনকনে ঠাণ্ডার আমেজ উপভোগ করতে পারেনি তিলোত্তমা। বরং বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ, বুধবারও বাড়ল কলকাতার তাপমাত্রা। এদিন মহানগরী ও পার্শবর্তী এলাকার তাপমাত্রা ছিল ১৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গে জম্পেশ ঠাণ্ডা পড়তে পারে। ১৫ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। জেলাগুলিতে চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রা নামতে পারে ১১ ডিগ্রি ঘরে। কলকাতা ও আশেপাশের এলাকায় আগামী ২৪ ঘন্টায় তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তারপর কমতে পারে তাপমাত্রার পারদ।

ফিরোজাবাদে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত অন্তত ২১

ফিরোজাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬ জনের। আহত আরও ২১ জন, এছাড়াও ১৯ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বুধবার ভোরে চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) রণবিজয় সিং জানিয়েছেন, ৪৫-৫০ জনকে নিয়ে লুধিয়ানা থেকে রায়বরেলী যাচ্ছিল একটি বাস। ফিরোজাবাদ জেলায় আগরা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের উপর বাসটিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ডিসিএম ট্রাক। তাতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে গড়িয়ে পড়ে বাসটি। ঘটনাস্থলেই ৬ জনের মৃত্যু হয়। আহত আরও অন্তত ২১ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। সবাইকেই নিকটবর্তী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মনে করা হচ্ছে, ভোরে চালক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ই পিছন থেকে ধাক্কা মারে ট্রাকটি। তাতেই দুর্ঘটনা। যদিও ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনায় পড়ল বাসটি তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মৃত লালনের দেহ নিয়ে রামপুরহাটে সিবিআইয়ের অস্থায়ী শিবিরের সামনে বিক্ষোভ

বীরভূম, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : "সিবিআই অফিসারদের অকথ্য অত্যাচারে মৃত্যু হয়েছে বগটুই গণহত্যা কাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত লালন শেখের"। এই অভিযোগে সিবিআইয়ের অফিসারদের ফাঁসি চেয়ে এবার বিক্ষোভ শুরু হল রামপুরহাটে সিবিআইয়ের অস্থায়ী শিবিরে।

শিবিরের সামনে আনা হয়েছে মৃত লালনের দেহ। আন্দোলনকারীদের দাবি, অভিযুক্ত সিবিআই অফিসারদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে। অস্থায়ী শিবিরের সামনে যেভাবে আন্দোলনকারীদের ভিড় বাড়ছে তাতে কলকাতায় বসে উষ্মা প্রকাশ করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তারাও।

বস্তুত, পরিস্থিতি ক্রমেই যে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেটা টের পেয়ে প্রথমে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রামপুরহাটের অস্থায়ী শিবিরে। তারপর বগটুই কাণ্ডের নথি এবং হার্ডডিস্কও সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয় সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে।

এদিকে তদন্তকারী সংস্থার আবেদন, সিবিআই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজ করা হোক। এনিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সিবিআই। আবেদন শোনার পর বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলা করার অনুমতিও দিয়েছেন। বুধবার বিকেল ৩টেয় সেই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। লালনের মৃত্যুর তদন্তভার ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে সিআইডিকে।

সিবিআইয়ের আইনজীবীর দাবি, লালনের মৃত্যু গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ময়নাতদন্তও হয়েছে। তার পরেও সিবিআইয়ের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন আনা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী। তাঁর আশঙ্কা, এর ফলে অন্য মামলার তদন্তও থমকে যেতে পারে। তাঁর ব্যাখ্যা, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাঁদের কেউ কেউ গরু পাচার মামলার তদন্ত করছেন। সিবিআইয়ের এক পদস্থ কর্তার কথায়, "অতীতেও তদন্ত করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে আমাদের অফিসারদের। তবে এক্ষেত্রে ঘটনাটি একেবারে ভিন্ন। পিছনে রাজনৈতিক ইন্ধনও রয়েছে। তাই শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা হচ্ছে।"

কোভিড-সংক্রমণ একটু বেড়ে ১৫২; টানা ৩-দিন মৃত্যু-শুন্য ভারতে, সক্রিয় রোগী ৩,৮৪৬

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ নিরন্তর কমছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনা-আক্রান্ত কোনও রোগীর মৃত্যু হয়নি, এই নিয়ে পরপর ৩-দিন মৃত্যু-শুন্য ভারতে, ফলে ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৬৫৮ জনের। দেশে এই মুহূর্তে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৪৬,৭৫,২৪৭।

দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩ হাজার ৮৪৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৬৯২ জন প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪০,৭৪৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।

সরকারের ভূমিকা ঠিক থাকলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করব', টেট প্রসঙ্গে মন্তব্য বিচারপতির

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : "সরকারের ভূমিকা যদি সঠিক থাকে, তবে মুখ্যমন্ত্রীর কাজের প্রশংসা করব।" বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে ফের এভাবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা শোনা গেল।

এজলাসে বসে একাধিকবার রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁকে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছে। বুধবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের একটি মামলার শুনানি চলছিল। সেখানেই পর্ষদ ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা শোনা যায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে। তিনি বলেন, "শিক্ষা পর্ষদ যদি ভাল কাজ করে তার প্রশংসা আমি করবই। আবার সরকারের যদি ভূমিকা সঠিক থাকে সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করব।" পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "আবার যদি দেখি শিক্ষা পর্ষদ কোনও ভুল কাজ করছে, তবে তার সমালোচনাও আমি করব। এর পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই।" এর আগেও পর্ষদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

ফের উত্তাল বিশ্বভারতী; পড়ুয়াদের অবস্থান মঞ্চ ভাঙচুর, চরম বিশৃঙ্খলা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে

শান্তিনিকেতন, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শান্তি ফিরছেই না বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিশ্বভারতীতে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভেঙে ফেলা হয় উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাসভবনের সামনে ছাত্রছাত্রীদের করা অবস্থান মঞ্চ, অভিযুক্ত বিশ্বভারতীর নিরাপত্তারক্ষীরা। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, নিরাপত্তাকর্মীরা মত্ত অবস্থায় তাঁদের মারধর করেছেন। এমনকি, নিরাপত্তারক্ষীরা ছাত্রীদের ধর্ষণ করার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ জানিয়েছেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত পড়ুয়ারা।

প্রায় ২০ দিন ধরে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন পড়ুয়াদের একাংশ। আন্দোলনকারীদের দাবি, বিশ্বভারতীর উপাচার্যের স্বৈরাচারী মনোভাবের জন্য তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।

এর আগে মঙ্গলবারও উপাচার্য তাঁর বাসভবন থেকে বেরোতে গেলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। সর্বোপরি, মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভেঙে ফেলা হল অবস্থান মঞ্চ, স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হল বিশ্বভারতীতে।

নতুন উৎসাহের সঙ্গে শুরু ভারত জোড়ো যাত্রা, এবার অংশ নিলেন রঘুরাম রাজন

সওয়াই মাধোপুর, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। বুধবার সকালস রাজস্থানের সওয়াই মাধোপুর জেলার ভাদোতি শুরু হয়েছে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। এদিন ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন। যদিও অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য।

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে উঠেছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। প্রতিদিন হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এদিনও ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও রাজ্যের শীর্ষ নেতা শচীন পাইলট।

টেস্ট ও টিকাকরণ ফের উর্ধমুখী

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনা-টেস্ট ও টিকাকরণ ফের দুইই বাড়ল। ভারতে কোভিডের প্রকোপও তলানিতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৬৯২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৯৮-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২১৯,৯৮,২৩,৪২৬। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১,২০,২৩৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,২০,২৩৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ১৫২ জন।

দিল্লির হাওয়ায় উন্নতি, বাতাসের গুণমান অনেকটাই স্বাস্থ্যকর

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দিল্লি-এনসিআর-এর মানুষজন। কিছু দিন অস্বাস্থ্যকর থাকার পর বুধবার স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠল দিল্লির হাওয়া। দিল্লির আবহাওয়া কিছুটা উন্নতি হয়েছে এদিন। দূষণ মোটের ওপর কমই ছিল, ধোঁয়াশাও তেমন ছিল না।

বুধবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগতমান (এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স) ছিল ১৩৩, যা মোটামুটি পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। দূষণ ও ধোঁয়াশা সেভাবে ছিল না। এদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো কোনও ব্যক্তিই শ্বাসকষ্টের অনুভব করেনি। শীতের শিরশিরানীও এদিন ছিল দিল্লিতে। তাপমাত্রার পারদ নীচের দিকেই ছিল।

বিষমদে ফের মৃত্যু বিহারে, সরণের ছাপড়ায় প্রাণ হারালেন ৩ জন

পাটনা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বিহারে বিষমদ খেয়ে ফের মৃত্যু! এবারের সরণ জেলার ছাপড়া এলাকায় বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ হারালেন ৩ জন। আদৌ বিষমদ খেয়ে নাকি অন্য কোনও কারণে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

বুধবার সকালে পুলিশ সুপার এস কুমার জানিয়েছেন, সরণ জেলার ছাপড়া এলাকায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন। সন্দেহজনক মৃত্যুর কারণ জানতে তিনটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি খবর পেয়েছি আরও কয়েকজন অন্যান্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

Short quotation inviting notice

Sealed tender on plain paper are hereby invited by the undersigned on behalf of the Tripura Forest Department for disposal of 330.221cum of billet & firewood of teak & other ordinary species kept at Salbagan Forest Depot under Sadar Forest Sub-Division, West District Tripura. The abstract of billet & firewood stacks have shown in annexure(s) of the NIQ. The sealed tenders should be drop in the tender box in the office of the Sub- Divisional Forest Officer Sadar Forest Division on or before 03.00 pm on 17.12.2022 and the same will be accepted by Post/Currier/Hand. The intending bidders or their Authorized representative may remain present at the opening of the sealed tenders. Sealed tenders received after the stipulated date and time will not be accepted. The tendered amount for the billet & firewood must be quoted both in figure and words. Details of the notice can be seen in the office of the undersigned during the office hours of any working day or the details also can be seen in the portal of https:// www. forest.tripura.gov.in.

(K. Debbarma, IPS)
Sub-Divisional Forest Officer
Sadar Forest Sub-Division

ICA/C-3586/22

NIT NO: e-PT-63/W/EE/RDAD/2022-23 Dt. 12/12/2022

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e- tender (two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 19/12/2022 for 1 (One) no construction work. For details, visit website https:// tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-3566/22

AUCTION NOTICE INVITING TENDER

The undersigned on behalf of the Governor of the Tripura invites auction sealed quotation from the interested / intending buyers for sale of the condemned 02(Two) Nos Motor cycle (Bearing registration No. TRO1C-1033 & TRO1C-1104) of the 11° Bn TSR (IR-VII), Pathaliaghat, Bishramganj, Sepahijala, Tripura. The Quotation will be receipt up to 19/12/22 from 1100 hrs to 1500 hrs and will be opened on the same day at 1600 hrs in presence of the tenderers who like to remain present. Details of condemned vehicles & terms and conditions are available at MT. Section, 11" Bn TSR (IR-VII), Pathaliaghat, Bishramganj, Sepahijala, Tripura.

(Asish Debnath)
Commandant
11" Bn TSR (IR-VII)
Bishramganj, Sepahijala, Tripura.

ICA/C-3562/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO-e-PT-24/EE/RDUD/G/2022-23 DATED-09/12/2022

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 20/12/2022 for the following work-

1. Maintenance of Khupilong, Dhajanagar, Jamjuri and Bagma Tehshil Office under Gomati District.
2. Maintenance of Salgarah, Kakraban, Pitra, Maharani, Mirza Tehshil Office under Gomati District.
3. Up gradation of R.K.Pur Tehshil Office conference hall of Udaipur Sub Division under Gomati District.
4. Maintenance of Staff Quarter (Type-I and II) at west Bank of Dhani Sagar , Udaipur, Gomati District.
5. Construction of car parking and gardening at DM Office , Udaipur under Gomati District.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
R.D. Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

ICA/C-3559/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 33/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23 Dt. 06-12-2022

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate/item-rate e-tender in single bid - twe-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (In Rs.)	EARNEST MONEY (In Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	Construction of RCC bridge over Raima river on Gandacherra-Raishyabari road at Ch. 19.32 km under PWD(R&B) Gandacherra Sub-Division, Job No.TP/COM/19/2018-19 (6th Call) DNIeT No: 06/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2021-22	3,39,76,456.00	3,39,765.00	24 (Twenty Four) months

Date of publishing of bid: Date 08-12-2022
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15:00 Hrs on 28-12-2022
Time and date of opening of bid at 16:00 Hrs on 28-12-2022
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer ; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money: are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R & B)
Ambassa, Dhalai Tripura

ICA/C-3554/22

NOTICE INVITING e-EXPRESSION OF INTEREST NO. e- 8/AGRI/EE(MECH)/2022-23

DNIEOI NO.	Item to be leased out.	Lease period
e-8/AGRI/EE(M)/ 2022-23	Selection of Agency to run with total operation & maintenance including complete commercial activity of Belonia Cold Store (2,000 MT capacity) , Satchand Cold Store (1,000 MT capacity), Amarpur Cold Store (1,000 MT capacity), Teliamura Cold Store 3(three) years. (500 MT capacity), Khowai Cold Store (1,000 MT capacity) and Bagbassa Cold Store (2,000 MT capacity), on lease as is where is and as it where it basis. (3rd CALL).	3(three) years

The interested bidders requested to go through website : www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with o/o the undersigned, if desired.

(Er. Sumanta Nandi)
Executive Engineer (Mech)
Deptt. of Agriculture & F.W
Matripalli, Dattatila, Agartala.

ICA/C-3580/22

NIT NO: e-PT-31/EE/RD/MNU/D/2022-23, dt. 12-12-2022

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Manu Division, Government of Tripura invites percentage rate separate e-tender (both Technical and Financial bid) for Brick Soling work under RD Manu Division from the eligible bidders in PWD form-9 Up to 26/ 12/2022 at 2.00 PM as per following terms condition as well as DNIT. For details visit website- https://_ tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of Governor of Tripura

Er. Binoy Kr. Jamatia
Executive Engineer
RD Manu Division,Dhalai

ICA/C-3575/22

Sealed tenders on a plain paper are here by invited by the undersigned on behalf of the Hon'ble Governor of Tripura from bonafide Indian owners of domesticated Kunki elephant inviting rates for Arrangement of 1 (One) Nos Female Elephant for the purpose of Kunki Operation during Radio Collaring Operation of 2 Nos of Wild Elephant under Khowai District for 30 Days with 1(0e) Mahut. under Khowai Rae which has been scheduled in the first week of January-2023. The owners of the Kunki Elephant shall submit thelr quotations as per term: oa condition indicated below which shall be received in the office of The Sub-Divisional Forest Officer, Tellamura, Khowal Tripura from 09th December 2022 to 15th of December, 2022 in between 10.30 am to 3.00 pm on all working days. The Tender shall be opened on 15" December time of opening of the bids.

'The tender shall follow below mentioned format for financial bids:

SL No	Particular	Quantity	Unit	Rates
1	Arrangement of 1 (One) Nos Female Elephant for the purpose of Kunki Operation during Radio Collaring Operation of 2 Nos of Wild Elephant under Khowai District for 30 Days with 1(One) Mahut.	1	Nos.	to be quoted per day basis (in figures and words)
			Total	

TERMS AND CONDITION applied, For more details contact with Range Officer Teliamura Mo. 7628986809

Sd/-
Sdfo Taliamura

ICA/C-3572/22

PNIe-T-45 /EE/RD/IBSGD/SPJ/2022-23/4929 , dt.12/12/2022

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites e-tender from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 27.12.2022 for the following work.

i) Construction of Double storied market stall at Sonamura Town Market, Sonamura, Sepahijala District during the financial year 2022-23. (PWD SOR 2020) For details visit website-https:// tripuratenders.gov.inand contact at M-9436133380. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. Didakar Shil)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA/C-3570/22

Short Notice Inviting Quotation

Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) is invited in plain paper from bonafied resourceful person / service provider / organizer for imparting skill training on Motor Vehicle Driving and providing driving license from the Competent Autority to each participant after successful completion of the training for 65 Nos. PRG Youth (approx) under South Tripura TR Division. The Quotation should be submitted in sealed envelope to the Deputy Director, South Tripura TR Division, Gomati District, Udaipur, PIN-799120 up to 15.00 hours of 17-12-2022 as per the format shown below and may be opened on the same day at 16.00 hours in presence of bidders, if possible. The Terms and Conditions for the quotation may be collected in free of cost from the office of the undersigned on all working days upto 16.00 hours of 16-12-2022

Sl No	Particulars of training module	
1	Rate per hour	
2	Duration in hours	
3	Amount of stipend per traince	
4	Refreshment per trainee/day	
5	Rate for license per tarainee	
6	Assessment & Certification	
	Total amount per trainee(Rs.)	

In words : (Rupees .... Only

(RK Tripura, TFS)
Deputy Director
TRP & PTG Department
South Tripura TR Division
Udaipur

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দূষণ, ফুসফুস বাঁচাতে কী পরামর্শ দিলেন পুষ্টিবিদ ?

শীতে ধূলো, দূষণ দুটেই বাড়ে। আর দূষণ থেকে আসে একাধিক রোগ ব্যাধি। দিল্লি, মুম্বইয়ের মত বড় শহরে দ্রুত হারে দূষণ বাড়ছে। শীতের সময়ে শরীরে জাঁকিয়ে বসে একাধিক সমস্যা। আবহাওয়ার কারণে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। আর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সংক্রমণ আর দূষণ এই দুই একসঙ্গে মিশে গেলে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিবেশগত কারণেই ফুসফুসের সমস্যা আগের থেকে বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে শ্বাসকষ্টের সমস্যা। এছাড়াও কোভিডের তরঙ্গগুলিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ফুসফুসেই। যে কারণে ফুসফুস আগের তুলনায় অনেকটাই কমজোরি হয়ে গিয়েছে। তাই অল্পেই জটিল হয়ে যাচ্ছে সমস্যা। ঠাণ্ডা আর দূষণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে ডায়াটেশিয়ান লুক কৌতিনহো দিয়েছেন বিশেষ পরামর্শ। ঠাণ্ডা এবং দূষণ ফুসফুসের মারাত্মক শত্রু। এই দুই এর প্রকোপে বুকে কফ জমে, সংক্রমণের পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেখান থেকে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি-সহ একাধিক সমস্যা আসে। প্রায়শই যদি শ্বাসকষ্ট লেগে থাকে তাহলে হাঁপানি, সিওপিডি, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে ফুসফুসে জল জমে যাওয়ার মতো সমস্যাও হয়। আর তাই ফুসফুসকে শক্তিশালী রাখতে নজর দিতে হবে রোজকারের খাদ্যতালিকায়। আর এই খাবারের মধ্যে যদি একটুকরো গুড় রাখতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই। শীতে বাজারে আসে নতুন গুড়। আর এই গুড় শীতকালে শরীরের ঢাল হিসেবে কাজ করে।

গুড়ের মধ্যে যে কার্বন কণা থাকে তা ফুসফুসকে ভিতর থেকে পরিষ্কার রাখে। অ্যালভিওলাই যাতে ঠিক ভাবে কাজ করতে পারে সেই দিকেও নজর রাখে। হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা থাকলে রোজ সকালে গুড় খেতে বলা হয়। খেতে পারেন গুড় ছোলা। আর তাই যাঁরা সারাধিন ধূলো-বালিতে কাজ করেন তাঁদের রোজ নিয়ম করে গুড় দেওয়া হয়।

গুড় খাওয়ার আরও যে সব উপকারিতা রয়েছে- শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে শরীরে শক্তি যোগায় আয়রনের খুব ভাল উত হল গুড় রক্ত পরিশোধনেও সাহায্য করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করেও কাজে লাগানো যায় গুড়কে চিনির বিকল্প হিসেবে গুড়ের থেকে ভাল আর কিছুই নেই। কী ভাবে খাবেন গুড়? লিকার চা বা দুধ চায়ের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে খেতে পারেন। খাওয়া যায় টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়েও। এছাড়া গুড়, ঘি, গোলমরিচের গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন। গুড়ের সঙ্গে বাদাম মিশিয়েও খেতে পারেন। বড়দের জন্য ভাল হলেও বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে গুড় একেবারেই দেবেন না।

জমে থাকা কফ দূর হবে, সারবে কাশিও বাড়িতেই ঘরোয়া উপায়ে বানিয়ে নিন এই বাম

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে শহরে এখনও কিঞ্চিতগরমের অনুভূতি থাকলেও শীত পড়েছে শহরাঞ্চলে। বলা ভাল বেশ জাঁকিয়েই ঠাণ্ডা পড়েছে। আর ঠাণ্ডা পড়লেই সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, ফুসফুসে সংক্রমণ, বুকে কম জমে থাকা এসব চলতেই থাকে। অনেকের আবার অ্যালার্জির সমস্যা, পেশীতে ব্যথা এসবেরও সমস্যা হয়।

শীতে হজমের সমস্যা বাড়ে, পেটের সমস্যা হয়। এছাড়াও এই সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও থাকে একেবারে কম। আর তাই শীতে বয়স্ক এবং শিশুদের সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। শীতের উত্তুরে হাওয়া সরাসরি বুকে বেঁধে। এখান থেকেই হয় শ্বাসকষ্টের শুরু। এছাড়াও যাদের কোল্ড অ্যালার্জি থাকে তাদের শ্বাস নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়।

শীতে বুকে সর্দি বসে যায় বলে অনেকেই ওষুধ খান। আবার বেশ কিছুজনকে সারাবছরই ইনহেলার ব্যবহার করতে হয়। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যাঁদের এই সর্দি, কাশি বা কোল্ড অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তাঁদের শীতে সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করা চলবে না। চট করে ঠাণ্ডা লাগানোও চলবে না। পাশাপাশি বাড়িতেই স্পেশ্যাল এই বাম বানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিতকেরা। শীতে যদি ক্রমাগত হাঁচি, কাশির সমস্যা লেগে থাকে তাহলে বুকে ব্যথা হয়। বুকে কফ জমে যায়। কিছুক্ষেত্রে সংক্রমণ হতে পারে। সব সময় রাসায়নিক ব্যবহার করা বা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ঠিক নয়। এতে বুকে কফ জমার সম্ভাবনা থেকে যায়। এক্ষেত্রে কাজে লাগান ঘরোয়া টোটকা।

ইউক্যালিপটাসের তেল বুকে জমে থাকা কফ দূর করতে সাহায্য করে। রোজ রাতে ম্যাসাজ করতে পারলে উপকার পাবেন। বুকে কফ বসে গেলে পেপারমিন্ট অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন। পেশীতে ব্যথী, সাইনাসের সমস্যা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব থাকলে এই বাম দিয়েই বুকে ম্যাসাজ করুন।

১/৪ কাপ নারকেল তেল,

১/৪ কাপ অলিভ অয়েল

১/৪ কাপ গলানো মোম একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।

কাঁচের জারের মধ্যে এই সব উপকরণ ঢেলে ওর মধ্যে পিপারমিন্ট অয়েল আর ইউক্যালিপটাস অয়েল ২০ ফেঁটা মিশিয়ে নিন। ব্যবহার করার আগে এই তেলের মিশ্রণ খুব ভাল করে গরম করে নিন। এবার তা হাতের তালুতে ভাল করে ঘষে নিয়ে বুকে মালিশ করে নিন। তবে এই ম্যাসাজ করার পর কোনও রকম বাতাস লাগানো চলবে না। এই বাম যাতে চোখে না লাগে সেদিকেও খেয়াল রাখুন।

ঠাণ্ডার মধ্যে নাক বন্ধ থাকলে শান্তিতে ঘুম হয় না, প্রাকৃতিক এই উপায়েই হোক প্রতিকার

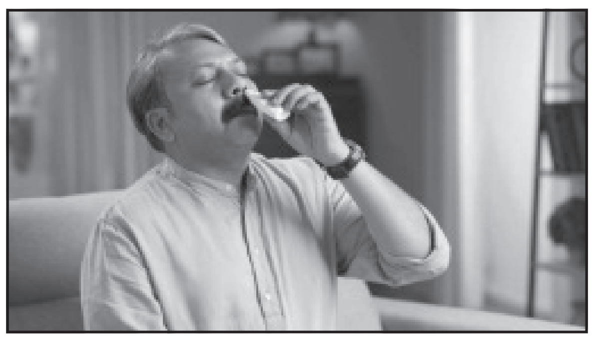

ঠাণ্ডা পড়েছে। যদিও শহরে তার বিশেষ অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। তবে শহরতলিতে ঠাণ্ডা জাঁকিয়েই পড়েছে। ঠাণ্ডা লেগে নাক দিয়ে জল পড়া, গলা ব্যথা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, কানে ব্যথা, কাশি এসব লেগেই থাকে। আর শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। আর এই ঠাণ্ডার মধ্যে যদি নাক বসে যায় তাহলে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত লাগে।

নাক বন্ধ থাকলে ঠিকমতো শ্বাস নেওয়া যায় না। মুখ খুলে শ্বাস নিতে হয়। ফলে মুখ, গলা শুকিয়ে যায়। আর তাই শীতের শুরুতে এমন সমস্যা হলে নিজেকেই একটু সাবধানে থাকতে হবে। হাতের সামনে ওষুধ রাখুন। নাকের ড্রপ রাখুন। পাশাপাশি ভরসা রাখুন এই সব ঘরোয়া প্রতিকারেও।

সম্প্রতি এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ঠাণ্ডা লাগার সমস্যায় আদার মত ভাল আর কিছুই লেই। আদার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে আছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তাই ঠাণ্ডা লাগলে মুখে আদা কুচি আর সামান্য নুন মিশিয়ে ফেলে রাখুন। খেতে পারেন আদা, চা। দিনের মধ্যে অন্তত তিনবার এই চা খেলে নাক অনেকটাই ছেড়ে যায়। মধুর মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খনিজ এবং একাধিক ভিটামিন। এছাড়াও মধুর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য। যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। নাক জ্বালা করলে, নাক দিয়ে জল পড়লে, বুকে অতিরিক্ত পরিমাণ কম জমলে কাজে আসে মধু। শীতের দিনে রোজ সকালে ইষদুষ্ণ জলে মধু মিশিয়ে খান। এতে গলায় আরাম পাওয়া যায়। কফ-কাশিতেও খুব ভাল তা কাজ করে। পেঁয়াজ সর্দি, কাশির সমস্যায় খুব ভাল কাজ করে। এছাড়াও কম জমলে বা বুকে কোনও সংক্রমণ হলেও সেক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় পেঁয়াজের রস। বেশ কিছু আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরিতেও কাজে লাগানো হয় পেঁয়াজকে। পেঁয়াজের মধ্যে থাকে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও আছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। আর তাই সর্দি হলে কাঁচা পেঁয়াজ খান। শুধু তাই নয়, কাঁচা পেঁয়াজের ঘ্রাণ নিলেও সমস্যার সমাধান হয়।

এছাড়াও স্টিম নিতে পারেন। এতে সবচাইতে ভাল কাজ হয়। আর এই ভেপারের মধ্যে পুদিনা পাতা ফেলে দিলে আরও ভাল। এতে যেমন কষ পরিষ্কার হয় তেমনই নাকও ছাড়ে। যাদের ঠাণ্ডা লাগার ধাত রয়েছে তারা রোজ স্টিম নিলে উপকার পাবেন। পুদিনার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিসেপটিকের গুণ। ফলে আরও ভাল কাজ হয়।

সর্দি, কাশির সমস্যা হলে রাতের দিকেই নাক সবচেয়ে বেশি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সোজা হয়ে ঘুমনোর ফলে মাথায় বেশি শ্লেষ্মা জমা হয়ে যায়। এতে শ্বাস নিতে সমস্যা হয়। যাদের সাইনাসের সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য কষ্ট আরও বেশি হয়। এছাড়াও উঁচু বালিশে ঘুমোলে এই সমস্যার হাত থেকে খানিক রেহাই পাওয়া যায়।

একই চা, তবে আলাদা অনেক কিছুতে দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি, এই নিয়মেই চায়ের পাতা তুলে আমাদের অন্যতম পানীয়টি তৈরি হলেও এরও কিন্তু নানা প্রকার রয়েছে। সেটা শুধু তৈরিতেই আলাদা নয়, চায়ের পাতার ধরনেও আলাদা। সেই ভিত্তিতেই চায়ের স্বাদ ওগুণ নির্ভর করে। ফার্স্ট ফ্লাশ, সেকেন্ড ফ্লাশ ওমনসুন ফ্লাশ, ওটাম ফ্লাশ ইত্যাদি নানা প্রকার। এছাড়া বিভিন্ন বিদেশি চায়ের পাতাও রয়েছে। সময় ও স্থান ভেদে চায়ের পাতার স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ আলাদা হয়।

সাধারণত তিন ধরনের চা রয়েছে,

সিটিসি চা -যেটা পাতা চা-কে শুকনো করে মেশিনের দ্বারা গুঁড়ো করে তৈরি করা হয়।

পাতা চা-এই চা মূলত হাত বা রোলিং টেবিলে তৈরি। চা গাছ থেকে তুলে সেটাকে রোলিং করে ফার্মানটেশন বা অক্সিডাইজেশনের পর শুকিয়ে তারপর রপ্তানি করা হয়। পাতা গোটা থাকে, এটিকে অর্থর্ডেক্স বা পাতা চা বলে। গোটা পাতা থাকে বলে এই চায়ের গুণ আরও বেশি।

গ্রিন টি -এটাও পাতা চা, কিন্তু এই চা পাতা সবুজই থাকে। এক্ষেত্রে গাছ থেকে পাতা তোলার পর সেটা আর রোলিং করা হয়। কিন্তু ফার্মেন্টিং করা হয় না সেই জন্য পাতার রং সবুজই থেকে যায়। আর সেই চায়ের স্বাস্থ্যগুণ প্রচুর।

আরও একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, চা কিন্তু দুধ দিয়ে, চিনি দিয়ে খেলে তার গুণ অনেক নষ্ট হয়। সবচেয়ে উপকার পাতা চা লিকার বানিয়ে পান করলে।

স্বাস্থ্যগুণ সমৃদ্ধ যেগুলি

ফাস্ট ফ্লাশ চা - দার্জিলিং বা যেকোনও জায়গার চা উতাদনের প্রথম মরশুমে যে চায়ের পাতা গজায়, সেই পাতা হল ফার্স্ট ফ্লাশ চা। অর্থাতচায়ের ফলনের সঠিক সময় (ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মার্চ মাসে উতাদন শুরু হয়) যেটা সেই সময়ের চা। এই চা সবচেয়ে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বাঙালির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অ্যাসিডিটি বা গ্যাস-অম্বল। সেই সমস্যা নিরাময়ে দার্জিলিং ফার্স্ট ফ্লাশ টি দারুশ কাজ দেয়। শরীরের মেটাবলিজম বা হজম ক্ষমতা বাড়ায়। এই চা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। বয়সের ছাপ পড়ে না, কোষের ড্যামেজ প্রতিহত করে। ক্যানসার প্রতিহত করে, ডায়াবেটিস, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ওহাড় শক্ত রাখতে সাহায্য করে। গ্রিন টি -এই চা নিয়মিত পান করলে শুধু যে হার্ট ভাল থাকবে তাই নয়, তার সঙ্গে এর আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে। ওবেসিটি কাটাতে এই চা দারুণ কাজ করে। তাই এই চায়ের অন্য নাম স্লিমিং টি। এই চা ফ্লাভোনয়েড, ক্যাথেচিন ও এপিগ্যালোক্যাথেচিন সমৃদ্ধ হওয়ায় তা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। আর এতে উপস্থিত পলিফেনলস নামক উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ফিউশন চায়ে টেনশন যায়

আজকাল ফার্স্ট ফ্লাশ, সেকেন্ড ফ্লাশ ইত্যাদি চা নানা রকমের স্বাদে মিলছে। তার সঙ্গে নানা প্রকার ফ্লেভার মিশিয়ে তাকে আরওসুস্বাদু করা হচ্ছে। এতে চা পানের ইচ্ছেটাও যেমন বাড়ে, তেমনই চা-এর চিরাচরিত স্বাদেরও বদল আসে। তাই গরম গরম চায়ের বদলে আজকাল ঠান্ডা চা বা আইস টি-ও অনেকেই পছন্দ করছেন। শীতকালে এই বিশেষ চা গরম পান করলে বেশ উপকার মেলে।

কাশ্মীর কাওয়া টি -হিমাচলপ্রদেশের পালমপুরের গ্রিন টি-এর সঙ্গে কিছু দেশীয় মশলা মিশিয়ে তৈরি করা হয় কাশ্মীর কাওয়া। এই বিশেষ চায়ের স্বাস্থ্যগুণ অনেক। এই শীতকালে এই চা পান করলে অনেক উপকার। সাধারণত শীতকালে ঠান্ডায় অনেক কোষ-কলা ঝিমিয়ে পড়ে, কনকনে ঠান্ডাতেও শরীর গরম রাখতে এই চা ভীষণ ভাল কাজ দেয়। এছাড়া মানসিক চাপ ও স্ট্রেস কমাতেও উপকারী। এই চায়ে অ্যান্টিএজিং উপাদান অনেক বেশি মাত্রায় রয়েছে। তাই পান করলে ত্বকের জৌলুস বাড়ে, বয়সের ছাপ পড়ে না। ক্যামোমাইল টি -ক্যামোমাইল এক ধরনের চা, কিন্তু চা গাছের পাতা নয়, ক্যামোমাইল ফুল এটি। সেই ফুলের শুকনো অংশ দিয়ে এই চা হয়। তারও স্বাস্থ্যগুণ অনেক। বিশেষত খুব চিন্তায় বা টেনশনে মধ্যে থাকলে, কোনও সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হলে সেক্ষেত্রে ক্যামোমাইল চা পান খুব কাজ দেয়। প্রয়োজনে অফিসের কাজের চাপে দুপুরে লাঞ্চের পর এককাপ ক্যামোমাইল চা পান করলে চাপ সামলানো কিংবা মেজাজ ঠিক রাখা অনেকটাই সহজ হতে পারে। এছাড়াও মাসিকের ব্যথা নিরাময়ে কার্যকর। হার্বাল ইমিউনিটি টি - শীতকালে সর্দি - কাশির সমস্যা লেগেই থাকে। ঠান্ডা লেগে বুকে সর্দি বসে গেলে, গলা খুশখুশ করলে এই চা পান করলে নিমিষে উপশম মেলে।

আসলে এই চায়ে চা পাতার সঙ্গে বিভিন্ন উপকারী হার্বস (লবঙ্গ, তেজপাতা, এলাচ ইত্যাদি) মেশানো হয়। যা কিনা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ভাইরাল ইনফেকশন প্রতিরোধ করে। জ্বর, সর্দি, কাশি প্রতিরোধে ও প্রতিকারে কার্যকর।

যে কারণে লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করা উচিত

প্রতিদিনের চলাফেরায় সিঁড়ি ভাঙার প্রয়োজন পড়ে প্রায় সবারই। তবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-মানা করাই কষ্ট তাই আমরা সিঁড়িটাকে এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি। সিঁড়ির বদলে লিফট ব্যবহার করতে চাই। কিন্তু সিঁড়ি ব্যবহারে যে উপকার রয়েছে তা জানলে আপনি অবশ্যই লিফট বাদ দিয়ে সিঁড়ি ব্যবহার করতে চাইবেন।

সিঁড়ি ব্যবহারের উপকারিতাগুলো দেখে নেওয়া যাক-

সিঁড়ি দিয়ে ওঠা - সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করার সময় সারা শরীরে রক্তের প্রবাহ এতটা বেড়ে যায় যে রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো মরণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমে। এখানেই শেষ নয়, সিঁড়ির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে মেলে আরও অনেক শারীরিক উপকার।

মনকে চাঙ্গা করে তোলে- মনকে চাঙ্গা করে তুলতে সিঁড়ির ব্যবহার বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আসলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা বা নামার সময় আমাদের মস্তিষ্কের অন্দরে এন্ডোরফিন নামক 'ফিল গুড' হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মন চাঙ্গা হয়ে উঠতে সময় লাগে না। তাই তো এবার থেকে কাজের চাপে বা অন্য কারণে মন ক্ষতবিক্ষত হলেই সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াবেন, দেখবেন নিমেষে সব ভালো লাগতে শুরু করবে।

জয়েন্টের কর্মক্ষমতা বাড়ে- বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীর যেমন বুড়ো হতে থাকে, তেমনি জয়েন্টের সচলতাও কমতে শুরু করে। ফলে ব্যথা-যন্ত্রণায় জীবন জর্জরিত হয়ে ওঠে। আপনি যদি না চান আপনার সঙ্গেও এমনটা হোক, তাহলে ভুলেও লিফট ব্যবহার করবেন না। পরিবর্তে সিঁড়ি দিয়ে হাঁটবেন। কারণ খেয়াল করে দেখবেন সিঁড়ি ব্যবহার করলে জয়েন্টের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে শরীরের বয়স বাড়লেও তার প্রভাব জয়েন্টের উপর পরতে পারে না।

ওজন নিয়ন্ত্রণ- অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে ভুলেও লিফটের দিকে পা বাড়াবেন না। গবেষকদের মতে, নিয়মিত সিঁড়ি ভাঙার অভ্যাস করলে শারীরিক সচলতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে শরীরে জমতে থাকা অতিরিক্ত ক্যালরি ঝরতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ওজন কমার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, যা লিফট ব্যবহার করলে কখনই সম্ভব হত না।

ফুসফুসের সুস্থতা- নিয়মিত সিঁড়ি ব্যবহার করলে ভালো থাকবে ফুসফুস ও হৃতিণ্ড। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করলে বৃদ্ধি পাবে ফুসফুসের কার্যক্ষমতাও।

হার্টের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়- সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করার সময় সারা শরীরে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে হার্টের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। যাদের পরিবারে হার্টের রোগের ইতিহাস রয়েছে, তাদের তো এই কারণেই বেশি করে সিঁড়ি ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে।

গোল অথবা মিস, ফুটবলে বুঁদ হয়ে অজান্তে হার্টের ক্ষতি করছেন না তো ?

কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেমি-ফাইনালের আঁচে ফুটছে "সব খেলার সেরা ফুটবল" প্রেমী বাঙালি। ফুটবলের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক গভীর। চার বছর ধরে বাঙালি মুখিয়ে থাকে আন্তর্জাতিক ফুটবলাদের পায়ের জাদু দেখার জন্য। সুতরাং বিশ্বকাপ এলেই পাড়ার মোড় থেকে সোশ্যাল মিডিয়া, সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় ফুটবল নিয়ে উত্তেজনা।

তাছাড়া এই বছরের বিশ্বকাপটা একটু অন্যরকম। এ বছর মেসি, রোনাল্ডো এবং লুকা মদ্রিচের শেষ বিশ্বকাপ। যদিও ইতিমধ্যেই রোনাল্ডো তাঁর শেষ বিশ্বকাপ খেলে নিয়েছেন। বুধবার প্রথম সেমি-ফাইনালে আর্জেন্টিনা বনাম ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ নিয়েও টানটান উত্তেজনা রয়েছে বাঙালির মধ্যে। কিন্তু এই উত্তেজনা আপনার হার্টের জন্য 'টাইব্রেকার' হয়ে দাঁড়াবে না তো? ক্রোয়েশিয়ার কাছে এ বারের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে টাইব্রেকারে হেরে গিয়েছে ব্রাজিল। সেলেকাওদের মন ভেঙে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শেষ গোল মিস করায় আপনিও নিশ্চয়ই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন? জানেন কি, এই অতিরিক্ত উত্তেজনা চাপ তৈরি করতে পারে আপনার হার্টের উপর। এই প্রসঙ্গে বাংলার তরফে যোগাযোগ করা হয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিতকদের সঙ্গে।

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিতক কুণাল সরকার বলেন, "যে কোনও সাময়িক ও অতিরিক্ত উত্তেজনা শরীরের পক্ষে ভাল নয়। খেলা দেখব, আনন্দ করব, উপভোগ করব, উদ্বিগ্নও হব কিন্তু এটার সঙ্গে খুব বেশি জড়িয়ে গেলে সেই অতিরিক্ত উত্তেজনা সমস্যার।" কোনওকিছুই 'অতিরিক্ত' হওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়, এমনটাই ইঙ্গিত বিশেষজ্ঞদের। সরকার আরও বলেন, "অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লে আমাদের শরীরের মধ্যেও নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। সাময়িকভাবে হরমোনের ভারসাম্যে পরিবর্তন হয়। মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে গেলে সে শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে সিগন্যাল পাঠাতে থাকে। এতে শরীরের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। যেমন হঠাতকরে পালস রেট, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া। এতে হার্টের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। হৃদপিণ্ডকে তখন বেশি কাজ করতে হয়। আর যদি কারও হাইপারটেনশন, হার্ট ফেলিওর অথবা অন্য কোনও হৃদরোগ থাকে তাহলে অতিরিক্ত উত্তেজনা এড়িয়ে চলা উচিত।"

অতিরিক্ত উত্তেজনা কীভাবে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে? এই প্রসঙ্গে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিতক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী বাংলাকে বলেন, "অতিরিক্ত উত্তেজনায় হার্ট রেট স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়। এতে হার্টও স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না। এর জেরে শরীরে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।" তবে বিশেষজ্ঞ-চিকিতকের দাবি, ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে বাঙালির মধ্যে যে টানটান উত্তেজনা রয়েছে, তা হার্টের উপর কোনও প্রভাব ফেলে না। তার কারণ এই ধরনের উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী। তাছাড়া খেলার ক্ষেত্রে এই ধরনের আকস্মিক ঘটনা ঘটেই থাকে।

ফুটবল বিশ্বকাপের যে উন্মাদনা, তা বাঙালির মনে দাগ কাটে। এমনটাই দাবি অ্যাডাল্ট অ্যান্ড চাইল্ড আমেরিকান বোর্ডের মনোরোগ চিকিৎসক রঞ্জন ঘোষের। বাংলাকে তিনি বলেন, "অনেকক্ষণ ধরে খেলা দেখছেন, আর গোল হতেই হঠাতকরে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, এক্ষেত্রে মাথা ঘোরার উপসর্গ দেখা দেয়। এটা বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। ব্রাজিল হারায় বাঙালি দুঃখ পেয়েছে। এই ধরনের দুঃখ সহজেই চলে যায় না। এছাড়া রাত জেগে খেলা দেখায় শরীরের উপর প্রভাব পড়ে। এতে ঘুমের চক্রের অর্থাতস্লিপ সাইকেলে পরিবর্তন দেখা যায়। আর ঘুমে ব্যাঘাত হওয়ার অর্থ অবসাদকে ডেকে আনা।" রঞ্জনবাবু জানিয়েছেন, রাতে একা টিভির সামনে বসে খেলা দেখলে মানসিক চাপ বাড়ে। এই মানসিক চাপও কিন্তু হৃদরোগের সমস্যা ডেকে আনতে পারে। ৪ বছর পর বিশ্বকাপ হচ্ছে। মেসি খেলছে সেমি-ফাইনালে। একমাস ধরে হয়তো না-ঘুমিয়ে খেলা দেখছেন আপনি। বেশিরভাগ মানুষই ভাবছেন, এক মাসের জন্য এটুকু এ দিক-ও দিক হয়তো করেই নেওয়া যায়। কিন্তু এই একমাসের অনিয়মই আপনাকে উপহার দিতে পারে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার। সুতরাং, স্বাস্থ্যের খেয়াল রেখেই বিশ্বকাপের শেষ পর্বে উতবে মাতুন।

কোন চা রোগ প্রতিরোধে বেশি উপকারী ?

যে কোনও মুহূর্তকে চা-সঙ্গ আরও অন্তরঙ্গ করে তোলে। শীতকালে চা পানের তৃপ্তি আরও বেশি। শরীর গরম রাখার পাশাপাশি অন্যান্য অস্বস্তি কাটাতে এই পানীয় অপরিহার্য। বিশেষ কিছু ধরনের চা রয়েছে যেগুলি এই মরশুমের জন্য আদর্শ। কোন চা কীভাবে পান করবেন, কেনই বা পান করবেন আর কোথায় পাবেন এত রকম চায়ের ভ্যারাইটি, সেই তথ্য তুলে ধরলেন উত্তর কলকাতার "জিয়াভারেলি টি-ক্যাফে"-র কর্ণধার জয়দীপ গঙ্গোপাধ্যায়।

সারাদিনের আলোচনায়, গল্পে অথবা একাকীত্বে সবতেই চা-চা-ই-চাই। চায়ের টেবিলে কত কথার ঝড় ওঠে, কত বিতর্ক থেমে যায়, কত সমস্যা সমাধানের পথে বাঁক নেয়। সারাদিন চনমনে থাকতে চায়ের বিকল্প কিছু আছে না কি! শীতের উষ্ণতা পেতে এককাপ গরম চায়ের তুলনা নেই। চা শুধু অবসরের সঙ্গী, আড্ডার কেন্দ্রবিন্দুই নয় চায়ের স্বাস্থ্যগুণও কিন্তু অপরিসীম। শীতের শুরুতেই জেনে রাখা ভাল কোন কোন চা এই সময়ের সবচেয়ে ভাল সঙ্গ হতে পারে।

লালনকাণ্ডে নয়া মোড়, আধিকারিকদের বিরুদ্ধে করা এফআইআর খারিজের আবেদন সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিবিআই হেফাজতে বগটুইকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত লালন শেখের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে রামপুরহাট থানায়। সেই ঘটনায় এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল সিবিআই।

রাজ্য পুলিশের এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ সিবিআই। প্রসঙ্গত, ওই এফআইআরে নাম রয়েছে সিবিআইয়ের ডিআইজি, এসপি সহ সাতজন আধিকারিকের। এর প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ সিবিআইয়ের। বুধবারই শুনানির আবেদন সিবিআইয়ের।

সিবিআইয়ের দাবি, এটা আত্মহত্যার ঘটনা। মামলার তদন্তকারী অন্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হয়েছে বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের। এর ফলে তদন্তকারী আধিকারিকরা খানিকটা চাপের মধ্যে রয়েছেন, দাবি সিবিআইয়ের। এনিয়ে মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিচারপতি জানিয়েছেন, এদিন দুপুর ৩টায় শুনানি। সিবিআই হেফাজতে থাকাকালীন বগটুইকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত লালনের রহস্যমৃত্যুতে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। তাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় খুন, তোলাবাজির অভিযোগ-সহ একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে সিবিআইয়ের ডিআইজি এবং এএসপি-সহ মোট ৭ জনের নামে।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ৭ জনের মধ্যে রয়েছেন সুশান্ত ভট্টাচার্য নামে এক সিবিআই আধিকারিক। তিনি গরু পাচার মামলার তদন্তকারী আধিকারিক হিসাবে কাজ করছেন। ওই মামলায় বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতারও করেছিলেন সুশান্তবাবু।

১৬ ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ টিকাকরণ অভিযানের ব্যাপক প্রস্তুতি পাথারকান্দিতে

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : সপ্তাহব্যাপী বিশেষ টিকাকরণ অভিযানকে কেন্দ্র করে পাথারকান্দিতে ব্যাপক প্রস্তুতি চালিয়েছে স্বাস্থ্যদফতর। রাজ্য সরকারের বিশেষ টিকাকরণ অভিযানকে সফল করতে বিস্তর কার্যসূচি হাতে নিয়েছে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে মোট আটটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ১১টি প্রত্যন্ত গ্রামে এই বিশেষ টিকাকরণ অভিযান চলবে, জানান পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৌমেন্দ্র দাস। তিনি জানান, বিগত দিনে শূন্য থেকে দু-বছর বয়সের যে-সব শিশু নিয়মিত টিকাকরণ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণভাবে টিকা গ্রহণ করতে পারেনি, সে-সব শিশুকে এবার চলতি বছরের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে এই বিশেষ টিকাকরণ অভিযানের মাধ্যমে প্রতিষেধক প্রদান করা হবে। এতে মোট ১০৪ শিশুকে শনাক্ত করা হয়েছে।

তিনি জানান, একইভাবে এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে মোট ২৭ জন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে বিশেষ টিটি ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্লক প্রোগ্রাম ম্যানেজারের কথায়, সপ্তাহব্যাপী এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় ব্লকের অধীনে ১১টি গ্রামের মোট ১১ জন আশাকর্মী, ১১ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ছাড়াও ১২ জন এএনএমকে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তারা পর্যায়ক্রমে সপ্তাহব্যাপী এই অভিযানে শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের বিশেষ টিকা প্রদান করবেন।

তাঁর কাছে জানা গেছে, জন্মের পর শিশুদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ এই টিকাকরণ অভিযানকে স্বার্থক করে তুলতে সম্প্রতি পাথারকান্দি হাসপাতালে এ নিয়ে একদিবসীয় এক প্রশিক্ষণ শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে হাসপাতালের এসডিএমও ডা. বসন্তকুমার সিং দায়িত্বপ্রাপ্ত আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং এএনএমদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন। যাতে একটি শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এই বিশেষ টিকাকরণ অভিযান থেকে বাদ না পড়েন। পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এদিকে একই ভাবে গোটা রাজ্যব্যাপী আগামী ২০২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি এই বিশেষ টিকাকরণ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

দিল্লির দ্বারকায় অ্যাসিড হামলার শিকার স্কুলছাত্রী, স্থিতিশীল অবস্থায় চিকিৎসাধীন হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির দ্বারকা জেলায় অ্যাসিড হামলার শিকার হলেন ১৭ বছরের এক স্কুলছাত্রী। বুধবার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ছাত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। তবে, এ বিষয়ে চিকিৎসকরা ভাল করে বলতে পারবেন।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ জানা যায়, দ্বারকা জেলার মোহন গার্ডেন থানা এলাকায় উত্তম নগরের কাছে এক স্কুলছাত্রীকে অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটে। সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ দুই বাইক আরোহী ওই ছাত্রীকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে। সেই সময় ওই ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর বোনও ছিল। যে দু""জন অ্যাসিড ছুড়েছে তাঁদের ওই ছাত্রী আগে থেকে জানতে বলে মনে করা হচ্ছে। একজনকে পাকড়াও করা হয়েছে ও তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফিরোজাবাদে পথ দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে গভীর দুঃখ প্রকাশ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

লখনও, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বুধবার ভোররাতে ফিরোজাবাদে আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২২ জন। মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের অবিলম্বে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার এবং তাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য আরোগ্য কামনা করেছেন। পাশাপাশি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ দ্রুত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ডিএ মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে, বেঞ্চ থেকে সরলেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল মহার্ঘভাতা (ডিএ) মামলার শুনানি। বুধবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং হৃষিকেশ রায়ের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বেঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। ফলে নতুন করে বেঞ্চ পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত মামলাটির শুনানি স্থগিত থাকবে। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে।

এত দিন ডিএ সংক্রান্ত মামলাটি শুনছিল বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী এবং হৃষিকেশ রায়ের বেঞ্চে। কিন্তু পরে বেঞ্চ পুনর্গঠিত হয়। বিচারপতি দত্ত এবং ঋষিকেশ রায় মামলাটি শুনবেন বলে শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়। কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে, তাই বেঞ্চে থাকব না, এই কথা বলে বেঞ্চ ছেড়েছেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত।

কাদা নিষ্কাশন কেলেংকারির অভিযোগে গ্রেফতার জিএমসির তিন অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর গৌহাটি হাইকোর্টে

গুয়াহাটি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : ২০ কোটি টাকার কাদা নিষ্কাশন কেলংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার গুয়াহাটি পুরনিগম (জিএমসি)-এর তিন আধিকারিকের জামিন মঞ্জুর করেছে গৌহাটি হাইকোর্ট। আজ বুধবার তাঁদের আবেদনের ওপর শুনানি শেষে হাইকোর্টের বিচারপতি জামিন মঞ্জুর করেছেন। জামিন প্রাপ্ত তিন অভিযুক্তরা যথাক্রমে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) বাবুল শর্মা, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত এবং এলেন বেগম। গত ২ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে কাদা উত্তোলন কেলেংকারির মূল অভিযুক্তদের একজন ঠিকাদার মিঠু আগরওয়ালাকে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ভিজিল্যান্স সেল বিহারের সুপলে আটক করেছিল। ভুয়ো বিল জমা দিয়ে জিএমসি তহবিল লুট কেলেংকারি তদন্তে নেমে আগরওয়ালার নাম ওঠে আসে। এর পর সিএম ভিজিল্যান্স সেল পলাতক আগরওয়ালার বিরুদ্ধে গত ২২ নভেম্বর লুকআউট নোটিশ জারি করেছিল। প্রসঙ্গত, এখন পর্যন্ত অসমের সিএম ভিজিল্যান্স সেল জিএমসির বিশাল কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে গত নভেম্বরে জিএমসির একজন হিসাবরক্ষক অভিমন্যু মেধিকেও আদালত জামিন দিয়েছিল। তিনি ছিলেন ওই কেলেংকারির মূল অভিযুক্ত।

গ্রেফতার বিলাসীপাড়ার ‘গ্যাঙ অব ডেভিলস’ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আখিরুল ইসলাম

ধুবড়ি (অসম), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিলাসীপারার ‘গ্যাঙ অব ডেভিলস’ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আখিরুল ইছলামকে গতকাল রাতে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হালাকুরা পল্লি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছেউ আখিরুলই সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও ভাইরাল করেছিল বলে পুলিশ সূত্রের দাবিউ

এছাড়া এই গ্যাঙের আরেক উদণ্ড সদস্য তথা মোটর বাইক দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে যে মেরেছিল, সেই মিনহাজুল করিমকেও গৌরীপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে গ্যাঙের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অন্য তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পুলিশ আজ ধৃত অভিযুক্তদের বিলাসীপাড়া মহকুমা বিচারবিভাগীয় আদালতে হাজির করেছে।

এদিকে বিলাসীপাড়ার ‘গ্যাঙ অব ডেভিলস’ কাণ্ড নয়া মোড় নিয়েছে। ‘গ্যাঙ অব ডেভিলস’ গ্রুপের মোস্ট ওয়ান্টেড আখিরুল ইসলাম এবং মিনহাজুল করিমের ব্যবহৃত তিনটি মোটর বাইক গতকাল রাতে বিলাসীপাড়া থানা চত্বরে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় দুবৃত্ত। ভস্ম বাইক তিনটির নম্বর এএস ১৯ এইচ ১৫৫৫, এএস ১৭ এম ৪৫২৫ এবং এএছ ১৭ এম ১১০১-।

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০২২-২৩ ইং শিক্ষাবর্ষে আসাম এগ্রিকালচারেল ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত কলেজ অফ ভেটেরিনারী সাইন্স এ্যান্ড এ এইচ, জোরহাট এ NEC কোটায় কোর্সঙ্ও ফি বাবদ প্রতি সীটের জন্য ৪,০০০০০ টাকা লাগবে, যার মধ্যে ৫০% টাকা ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। B.V.Sc & A.H, ৫১/২ বর্ষীয় কোর্সে ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ডের ২০২২-২৩, পি সি বি গ্রুপের মেধার ভিত্তিতে কাউন্সেলিং পর্বে তালিকাভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নিম্নলিখিত আসনগুলি বন্টন করা হবে।

Sl No	Name of the Institution	Vacant position for 3rd round				Total
		UR	ST	SC	OBC	
1	College of Veterinary Science & Animal Husbandry under Assam Agricultural University, Jorhat	02	00	00	00	02

এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী অনলাইনে TBJEE ওয়েবসাইটে B.V.Sc & A.H, পাঠ্যসুচীতে পছন্দ হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেছেন (Choice option এ B.V.Sc & A.H, Course) সেইসব ছাত্রছাত্রীদেরকে নিম্নলিখিত Documents (Original and Xerox) সহ আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখ সকাল ১১ ঘটিকায় কাউন্সেলিং এর জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ে (গোর্খাবস্তী) উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে ঃ-

ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতা ঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং ইংরেজিতে তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ৪৭.৫.% নম্বর এবং অসংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ৫০% নম্বর সহ উচ্চ মাধ্যমিক (H.S+Stage) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

যদি কোন প্রার্থী ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন তবে ঐ সিট Surrender এর প্রমাণপত্র জমা দিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ-মনোনীত প্রার্থীকে ৭(সাত) দিনের মধ্যে সীট Surrender করিতে হইবে। নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের আগামী ২২/১২/২০২৩ ইং তারিখে নমিনেসন লেটার দেওয়া হবে ভর্তির তারিখ পরে জানানো হবে।

অধিকর্তা
প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর

ICA/D-1664/2022-23

শীতেও ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতেও ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। কলকাতায় গত দুদিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই মহিলার।

একজন ৫২ বছর বয়সী বিন্দু দেবী দাস। তিনি বেলিয়াঘাটার রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোডের বাসিন্দা ছিলেন। ১ ডিসেম্বর তাকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপর নারীর নাম কমলা বসাক(৬২)। তিনি মূলত রাজারহাটের গোপালপুর পৌরসভার চন্ডিবেদিয়া শারদা পল্লীর বাসিন্দা। ৪ ডিসেম্বর তাকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। বুধবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০২ হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শীতের মরসুমেও রাজ্যে ক্রমাগত ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, শীত শুরু হলে ডেঙ্গুতে মৃত্যুও কমবে।

সিকিমে তুষারপাতের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর

গ্যাংটক, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি এবং সিকিমে তুষারপাতের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর। বুধবার এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। এরপর থেকে নামবে পারদ। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং-এর পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। সিকিমে বৃষ্টি এবং তুষারপাত দুটই হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। ঠান্ডায় কাঁপছে দার্জিলিং। কালিম্পং-কার্শিয়াংয়েও কনকনে ঠান্ডা। তাপমাত্রার পারদ নেমেছে সিকিমেও। নর্থ সিকিমে শুরু হয়ে গিয়েছে তুষারপাত। উত্তুরে হাওয়া হু হু করে ঢুকতে শুরু করে দিয়েছে উত্তরবঙ্গে। তার জেরে তাপমাত্রার পারদ পতন শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিয়েভ শহরের কেন্দ্রস্থলে বিকট বিস্ফোরণ

কিয়েভ (ইউক্রেন), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বুধবার ভোররাতে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ শহরের কেন্দ্রস্থলে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। তবে বিস্ফোরণের কোনও নিশ্চিত কারন পাওয়া যায়নি।

কিয়েভ মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো নিশ্চিত করেছেন যে বুধবার ভোরে শহরের কেন্দ্রস্থলের শেভচেনকিভস্কি জেলায় বিস্ফোরণ হয়েছে। তিনি বলেন, বিস্ফোরণের প্রায় ২০ মিনিট আগে রাজধানী এবং এর আশেপাশের এলাকায় বিমান হামলার সাইরেন বাজানোর সতর্কতা ছিল। কিয়েভ অঞ্চলের গভর্নর ওলেক্সি কুলেবা বলেছেন, বিমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কাজ করছে। কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে বলেছেন যে, জরুরি পরিষেবাগুলি পাঠানো হয়েছে।

লালন শেখ খুন হওয়ার জল্পনা উড়িয়ে দিল ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট

বীরভূম, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিবিআই হেফাজতে লালন শেখ খুন হওয়ার জল্পনা উড়িয়ে দিল ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট। প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, গলায় ফাঁস লেগে ঝোলার কারণেই মৃত্যু হয়েছে, লালনের শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই।

খুন হলে সাধারণত মৃতদেহে চোট আঘাতের চিহ্ন থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্ত শেষে বুধবার সকাল ১০টায় লালন শেখের দেহ বগটুই গ্রামে নিয়ে যায় তার পরিবারের লোক। রামপুরহাট হাসপাতালে ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়ার দায়িত্বে ছিল চার চিকিৎসকের দল। সমস্তটাই ভিডিয়ো রেকর্ড করে রাখা হয়।

প্রকৃতি ও অগ্রগতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা মানব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রকৃতি ও অগ্রগতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা মানব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ দিবস উদযাপনে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেন রাষ্ট্রপতি।

জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ দিবস উদযাপনের ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতের মাথাপিছু নির্গমন বিশ্বের গড় নির্গমনের এক তৃতীয়াংশেরও কম, যা পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শক্তি সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মানব উন্নয়নের জন্য প্রকৃতি ও অগ্রগতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখারও আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী আর কে সিং বলেন, ভারত নিজস্ব কার্বন নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা সময়ের আগেই অর্জনের পথে রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই নির্গমনের তীব্রতা প্রায় ৩৩ শতাংশ কমিয়েছে।

বৈঠকে করল বিজেপির সংসদীয় দল, শীতকালীন অধিবেশনের কৌশল নিয়ে কথা বলল বিরোধীরাও

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তাওয়াং ইস্যুতে মঙ্গলবারই উত্তাল হয়েছিল সংসদের উভয়কক্ষ। শীতকালীন অধিবেশন ফের উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এই আবহে বুধবার সকালে সংসদীয় দলের বৈঠকে বসল বিজেপি। এদিন সকালে সংসদের সভাকক্ষে এই বৈঠকে বসেন বিজেপির সংসদীয় নেতারা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা প্রমুখ।

বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে এদিন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। বৈঠকে কী কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। তিনি বলেছেন, গুজরাটে জয়ের জন্য সে রাজ্যের সভাপতি সি আর পাটিল, সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ও বিজেপি কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন জি-২০ বিজেপি অথবা সরকারের কর্মসূচি নয়, দেশের কর্মসূচি তাই সকলের অংশগ্রহণ জরুরি। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও কীভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

এদিকে, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের রণকৌশল ঠিক করতে এদিন সকালেই বিরোধীরাও বৈঠকে বসেছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের চেম্বারে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

করিমগঞ্জের নাগ্রায় প্রায় ২০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার, ধৃত দুইয়ের জেল হেফাজত

বাজারিছড়া (অসম), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : গাড়িতে ‘অন ডিউটি এনএইচ ৫৪’ (জাতীয় সড়ক ৫৪ নির্মাণে কর্তব্যরত)-এর স্টিকার সেঁটে প্রায় ২০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে পড়েছে দুই পাচারকারী। গ্রেফতারকৃতদের কবীর আহমেদ এবং গপেন্দ্র দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে। উভয়ের বাড়ি উত্তর ত্রিপুরায়। ধৃতদের করিমগঞ্জের (অসম) বিচাবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হলে উভয়কে জেলা কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যারাতে করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাসের নেতৃত্বে সাদা পোশাকে পুলিশের এক দল অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত মিজোরামের সীমান্তবর্তী নাগ্রা এলাকায় পরিচালিত অভিযানে এই সাফল্য লাভ করেছে জেলা পুলিশ।

করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) পার্থপ্রতিম দাস এই খবর দিয়ে জানান, মিজোরামের চাম্পাই জেলা থেকে বলেরো গাড়িতে জাতীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থার একটি স্টিকার সেঁটে ড্রাগসগুলি নিয়ে পাচার চক্রটির অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তের রাঙামাটি হয়ে পাথারকান্দির আসিমগঞ্জে পৌঁছানোর কথা ছিল।

দিল্লিতে অ্যাসিড হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন জাতীয় মহিলা কমিশন, স্বাতী বললেন পুলিশকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে স্কুলছাত্রীকে অ্যাসিড হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রকাশ করলে জাতীয় মহিলা কমিশন। একইসঙ্গে এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছে দিল্লি মহিলা কমিশন। দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়াল বলেছেন, হামলাকারীদের ধরতে ও কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছে দিল্লি মহিলা কমিশন।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির দ্বারকা এলাকায় বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। দুই যুবক বাইক চেপে ১৭ বছর বয়সি ওই কিশোরীর মুখে অ্যাসিড ছুড়ে দেয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। জাতীয় মহিলা কমিশন এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, কমিশনের একটি টিম বিষয়টি তদন্ত করতে এবং ওই ছাত্রীকে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা দিতে হাসপাতালে পৌঁছবে।

দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়াল বলেছেন, আমরা ওই ছাত্রী ও তাঁর পরিবারকে সাহায্য করছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল অ্যাসিডের খুচরা বিক্রি কেন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না, একাধিক নোটিশের পরেও।

তাওয়াং ইস্যুতে ফের উত্তাল সংসদ, লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শান্তি ফিরল না সংসদে, অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং-এ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারত ও চিনের সেনার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় বুধবারও উত্তাল হল গণতন্ত্রের পীঠস্থান। বুধবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর লোকসভা ও রাজ্যসভায় তাওয়াং ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানাতে থাকেন কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা। কিন্তু, আলোচনায় অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিরোধী সাংসদরা। ভারত-চিন সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে এদিন রাজ্যসভা ওয়াকআউট করে ১৭টি বিরোধী দল। আলোচনায় অনুমতি না পাওয়ায় লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন কংগ্রেস সাংসদরা, সোনিয়া গান্ধী ও অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সাংসদরা লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন। একই কারণে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরাও লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন।

বিগত ৩ বছরে কাশ্মীরে খুন হয়েছেন ৯ জন কাশ্মীরি পণ্ডিত, রাজ্যসভায় জানালেন নিত্যানন্দ রাই

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বিগত ৩ বছরে কাশ্মীর উপত্যকায় খুন হয়েছেন ৯ জন কাশ্মীরি পণ্ডিত। ২০২০-২০২২ সালের মধ্যে খুন হয়েছেন কাশ্মীরি রাজপুত সম্প্রদায়েরও একজন সদস্য। বুধবার রাজ্যসভায় এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই।

তামিলনাড়ুর মন্ত্রী হলেন উদয়ানিধি, বললেন কাজের মাধ্যমে পরিবার রাজনীতি কটূক্তির বিনাশ ঘটাবেন

চেন্নাই, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুর মন্ত্রী হলেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়ানিধি স্ট্যালিন। বুধবার সকালে চেন্নাইয়ে, রাজভবনের দরবার হলে উদয়ানিধি স্ট্যালিনকে তামিলনাড়ুর মন্ত্রী হিসেবে পদ ও গুপ্তিবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল আর এন রবি।

ডিএমকে-র যুব শাখার সচিব ও বিধায়ক উদয়ানিধি স্ট্যালিন এদিন শপথ নেওয়ার পর জানিয়েছেন, কাজের মাধ্যমে পরিবার রাজনীতি নিয়ে যে কটূক্তি হয় তার বিনাশ ঘটাবেন তিনি। এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনও। উদয়ানিধি এদিন বলেছেন, মন্ত্রী পদকে আমি দায়িত্ব হিসেবে দেখছি, সেই দায়িত্ব পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

শরদ পওয়ারকে হুমকি দিয়ে পাকড়াও, বিহার থেকে ধৃত সন্দেহভাজন ব্যক্তি

মুম্বই, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র প্রধান শরদ পওয়ারকে খুনের হুমকি দিয়ে গ্রেফতার হলেন এক ব্যক্তি। বুধবার মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, বিহার থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে।

মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, বিহার থেকে ধৃত ওই ব্যক্তির নাম নারায়ণ কুমার সোনি। মঙ্গলবার এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারের বাড়িতে ফোন করে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় ওই ব্যক্তি। বুধবারই তাকে আদালতে তোলা হবে। পুলিশ জনিয়েছে, ওই ব্যক্তি মানসিকভাবে সুস্থ নয়। ১০ বছর সে পুণে-তে বসবাস করত। সে পুলিশকে জানিয়েছে, যখন তাঁর স্ত্রী তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করে, তখন শরদ পওয়ারের শরণাপন্ন হয়েছিল।

বালুরঘাটে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার পুকুরে

বালুরঘাট, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাতভর নিখোঁজ থাকার পর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ভাট পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাইবাড়ি সংলগ্ন এলাকার একটি পুকুর থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল। বুধবার সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ মুর্মু(১৯)। বাড়ি ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গি কালাইবাড়িতে। এদিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই উৎসুক মানুষ ভিড় জমায় এলাকায়। পরে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠায়।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মাছ ধরার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন বিশ্বজিৎ। তারপর আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। রাতে পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাতেই খোঁজ করেন। খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পুকুরের জলে ওই যুবকের দেহ দেখতে পাওয়া যায়। ছেলের মৃতদেহ প্রথমে দেখতে পান তাঁর বাবা। বিষয়টি নজরে আসতে এলাকায় ব্যাপক চঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নভেম্বরের ছেড়েছিলেন এনসিপি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): নভেম্বর মাসে ছেড়েছিলেন এনসিপি, আর ডিসেম্বরে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন এনসিপি সাংসদ মজিদ মেনন। এদিন দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও""ব্রায়েন ও সৌগত রায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন মজিদ মেনন। চলতি বছরের নভেম্বরের মাসেই এনসিপি ছেড়েছিলেন মজিদ মেনন, অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের মন পরিবর্তন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যোগ দিয়েছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সড়ক সুরক্ষায় হেলমেট পরিধান বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক র‍্যালির সূচনা করেন।

পুর নিগমের ৩৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বুধবার আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত ৩৪ নং ওয়ার্ডের যুব সমাজ ক্লাব সংলগ্ন পুকুর ও তার আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করেন পুর নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার ।বুধবার আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত ৩৪ নং ওয়ার্ডের যুব সমাজ ক্লাব সংলগ্ন পুকুর ও তার আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করেন পুর নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার। এলাকাবাসিদের বক্তব্য ছিল দীর্ঘ দিন ধরে এই পুকুর সংস্কার করা হয়নি। আগরতলা শহরে থাকা পুরাতন পুকুর গুলির মধ্যে অন্যতম জয়নগর মধ্যরাস্তায় অবস্থিত পুকুরটি। এই পুকুরের সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পুকুরটি সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। এলাকাবাসীর দাবি পুকুর সংস্কার করে পাকা ঘাট নির্মাণ করা হোক। চারপাশে আলোর ব্যবস্থা করা হোক। সার্বিক ভাবে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হোক পুকুরটি। এই বিষয় নিয়ে ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে পুর নিগমের আধিকারিকরা। তারা সকলে বসে পুকুরকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলে জানান মেয়র দীপক মজুমদার। ছিলেন কর্পোরেটার জাহ্নবী দাস চৌধুরী, মেয়র ইন কাউন্সিলের সদস্য তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, যুব সমাজ ক্লাবের সম্পাদক সুব্রত দে, ক্লাবের সভাপতি সহ এলাকাবাসীরা।

পূর্বাশাতে চলা সকল নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার পূর্বাশা পরিদর্শনে গিয়ে এই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহনের পর বুধবার প্রথম বারের ন্যায় পূর্বাশা পরিদর্শন করেন ডাক্তার মানিক সাহা। পূর্বাশায় চলা নির্মাণ কাজ গুলি সরজমিনে ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেনে তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন পূর্বাশার চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, বিধায়ক ডাঃ দীলিপ দাস, আধিকারিক কুন্তল দাস সহ অন্যান্যরা। পূর্বাশা পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা জানান পূর্বাশায় কি ধরনের অগ্রগতি ঘটেছে সেই সম্পর্কে অবগত হতেই এই সফর। ইঞ্জীনিয়ারদের বলা হয়েছে পূর্বাশায় চলা উন্নয়ন মূলক কাজের গতি আরো ত্বরান্বিত করার জন্য।

মৃতদেহ

● **প্রথম পাতার পর**

দেখতে পায়। পরে ধর্মনগর থানায় ঘটনাটি অবগত করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মৃতদেহটি এক ভবঘুরে। সে বেশ কিছু দিন যাবৎ পরিত্যক্ত ঘরটিতে বসবাস করছিলো। তবে তার নাম কেউ বলতে পারেনি। পাশাপাশি মৃতদেহে পচন ধরে যাওয়ার ফলে ধারণা করা হচ্ছে বেশ কিছু দিন আগে মৃত্যু হয়েছে ঐ ভবঘুরের। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

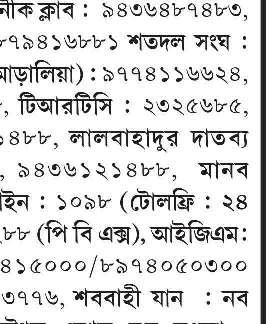

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশালগড়

● **প্রথম পাতার পর**

একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। চালকদের অসাবধানতা এবং দ্রুতগামীতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা যায় ।এদিকে, দ্রুত গতি ও মদ্যপান করে যান চালানোর জন্য নিত্যদিন উত্তর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যান দূর্ঘটনা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনুরূপ মঙ্গলবার রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধর্মনগর-কৈলাসহর সড়কের ধর্মনগর থানাধীন মনতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাইক ও টুকটুকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয় ।আহতরা যথাক্রমে টুকটুক চালক রাজেশ সাংমা এবং বাইক চালক রণজিৎ নাথ (৩০) ও বাইক আরোহী তাপস খইরা। জানা গেছে, এদিন রাতে একটি পালসার বাইক নিয়ে দুই যুবক ধর্মনগরের দিকে আসছিলো ।সেই সময় বিপরীত দিক থেকে একটি টুকটুক হাফলং এর দিকে যাচ্ছিলো ।তখন মনতলা এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটে এই বিপত্তি ।ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আশপাশের লোকজন দমকল কর্মীদের সহযোগিতায় গুরুতর ভাবে আহত টুকটুক চালক রাজেশ সাংমা এবং বাইক চালক রণজিৎ নাথ ও বাইক আরোহী তাপস খইরাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তারা বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন ।এদিকে পত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে,বাইক চালক ও আরোহী প্রচণ্ড মদমত্ত অবস্থায় ছিল ।পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে কোনমতে দায়সাড়ে সানীয় থানার পুলিশ। অপরদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,মনতলা বাজার এলাকার ধর্মনগর-কৈলাসহর সড়কের উপর বড় বড় ট্রাক গাড়ি দাঁড়িয়ে রাখে জনৈক কিছু চালক ও মালিক পক্ষ ।আর তাতে সরু পথ দিয়ে যাতায়াত করতে ছোট বড় গাড়ি গুলি দূর্ঘটনা গ্রস্ত হচ্ছে ।এর পূর্বেও একাধিকবার ঐ সানে পথ দূর্ঘটনা সংঘটিত হলে ঘটনাটি সানীয় পুলিশ প্রশাসনের নজরে আনা হয়। কিন্তু পুলিশ সে ব্যাপারে কোন বিহিত ব্যবসা গ্রহণ করেনি ।সানীয়রা আরো জানান, দ্রুত গতি ও মাতালদের যান চলাচলের কারনে সন্ধ্যার পর ঐ সড়ক দিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কষ্টকর হয়ে পড়ে ।তাই দাবি উঠছে,জেলা পুলিশ প্রশাসন একটু নজর দেবার।

রাজনীতি নতুন নয়

● **প্রথম পাতার পর**

যায়। উপজাতি যুব সমিতি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে উপজাতিদের দাবী আদায়ে অনঢ় থাকে। ইন্দিরা গান্ধী সংবিধান সংশোধন করে ত্রিপুরার এডিসিকে ষষ্ঠ তপশিলের আওতায় নিয়ে আসেন।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ দীর্ঘ দশ বছরে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। দাঙ্গা হয়েছে। ১৯৮৮ এর নির্বাচনে কংগ্রেস উপজাতি যুব সমিতির সাথে জোট বেঁধে অবতীর্ণ হয় এবং ক্ষমতাসীন হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন কংগ্রেসের সুধীর মজুমদার। ক্ষমতাসীন হয়েই যুব সমিতি আন্দোলন বিমুখতায় আচ্ছন্ন হয়। ১৯৯৩ সালে নির্বাচনে কংগ্রেস যুব সমিতি জোট ক্ষমতা হারায়। আবার আসীন হয় বামফ্রন্ট। ইতিমধ্যে আরও অনেক উপজাতি দলের জন্ম হয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই এই দলগুলি বিলীন হয়ে যায়। কত উপজাতি দল এরাজ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে তার হিসেব রাখা মুশকিল। উপজাতি যুব সমিতিও একসময় হারিয়ে যায়। মিশে যায় নতুন উপজাতি দলে। এরআগে সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল টিএনভির সাথে শান্তিচুক্তি হয়। মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার ও টিএনভি প্রধান বিজয় রাঙ্খল দিল্লীতে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বহু উগ্রপন্থী অস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। তাদেরকে চুক্তি মোতাবেক সরকার থেকে সাহায্য করা হয়েছিল। স্বাভাবিক জীবনে এসে বিজয় রাঙ্খলের দল টিএনভি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখে দল পরিচালনা করে। সেই টিএনভিও বিলীন হয়ে যায় অন্য দলে মিশে। ঐক্যবদ্ধ উপজাতি ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা কার্য্যত ব্যর্থ হয়েছে। উপজাতিদের নিয়ে এরাজ্যে বহু দল রাজনীতি করেছে। কিন্তু, কোনদলই উপজাতি জীবনে নতুন বার্তা দিতে পারেনি। এরাজ্যে উপজাতিদের বঞ্চনার ইস্যুকে পূঁজি করে বিভিন্ন উপজাতি দল রাজনীতিই করে গিয়েছে। কার্য্যত ত্রিপুরার উপজাতিদের উন্নতির সোপান রচনা করতে পারেনি। আজ তিপ্রা মথা তাদের দলকে উজ্জীবিত করার চেষ্টায় আছে। পাহাড়ে আইপিএফটিও তাদের শক্তি হারিয়েছে। সিপিএমের উপজাতি সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ মাটি হারিয়েছে উপজাতি এলাকায়। এই অবস্থায় ত্রিপুরার সামনের নির্বাচনে উপজাতিরা কী ভূমিকা নেন এটাই আজ দেখার বিষয়। (চলবে)

স্টেশনে

● **প্রথম পাতার পর**

গড়লেন ধর্মনগর থানার পুলিশ তেলিয়ামুড়া জি.আর.পি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ।পরবর্তীতে ধর্মনগর থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার জি.আর.পি পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে ।এ প্রসঙ্গে জি.আর.পি এস.পি জানিয়েছেন, ৯৯ প্যাকেট ব্রাউন সুগার হাতে পেয়ে তারা নারকোটেক্স অ্যাক্টে মামলা গ্রহণ করেছে। তবে যাই হোক, তেলিয়ামুড়া থানার অধীনে রাজ্য গোয়েন্দাদের যে বিভিন্ন শাখা রয়েছে সেইসব গোয়েন্দা কর্মীরা যখন একপ্রকার শীত ঘুমে আচ্ছন্ন তখন তাদের নাকের ডগা থেকে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করল ধর্মনগর থানার পুলিশ তেলিয়ামুড়া জি.আর.পি পুলিশের সহায়তায়। কিন্তু অহরহ রেলপথে রাজ্যে প্রায় প্রত্যেকদিন বিভিন্ন রকমের নেশা সামগ্রী প্রবেশ করলেও সেক্ষেত্রে গোয়েন্দা দপ্তরের তৎপরতা একপ্রকার নেই পড়লেই চলে।

পারিবারিক বিবাদের জেরে কল্যাণপুরে গ্যাস এজেন্সিতে ভোক্তা দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ ডিসেম্বর।। পারিবারিক বিবাদের জেরে কল্যাণপুর ইনডেন গ্রামীণ বিতরক গ্যাস এজেন্সি তে বুধবার ফের একবার ভোক্তা দের গ্যাস দেওয়া নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ঐ এজেন্সির মালিক কর্মসূত্রে কল্যাণপুর থাকেন না। ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত হয় এজেন্সিটি। সকাল নয় টা থেকেও লাইন দিয়ে যখন মানুষ গ্যাস সিলিন্ডার না পেয়ে বিরক্ত সেই সময় মাঠে নামে প্রশাসন। এজেন্সিতে ছুটে যান কল্যাণপুরের ডেপুটি কালেক্টর অঞ্জন দাস ও কল্যাণপুর থানার পুলিশ। এর পর যে ভাই এর আপত্তিতে গ্যাস বোঝাই গাড়ি আনলোডিং হচ্ছিলো না তাকে বুঝিয়ে মাল বোঝাই গাড়ি আনলোডিং এর ব্যবস্থা করা হয়। সবটাই হয় তেলিয়ামুড়ার মহকুমা মেজিস্ট্রেট অভিজিৎ চক্রবর্তীর তত্বাবধানে। দুপুরের পর থেকে বিকেলে সমস্যার কিছু সুরাহা হয়। কল্যাণপুরের ডেপুটি কালেক্টর তার চেম্বারে উভয় পক্ষকে ডাকেন। গ্যাস এজেন্সির মালিক মেহেলী পাল চৌধুরীকে আগামী সোমবার তেলিয়ামুড়ার এস ডি এম অফিসে যেতে বলা হয় প্রশাসনের তরফে। এদিকে গ্যাস সময়মতো না পেয়ে বিরক্ত মানুষ জানান এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। পারিবারিক বিবাদে তারা অর্থাৎ ভোক্তারা কেন বলির পাঠা হবেন। তারা নিজেদের কাজ ফেলে গ্যাস নিতে আসেন। এর পর এই ধরণের ঝামেলা তাদের যথেষ্ট বিব্রত করে। ভোক্তা দের দাবি হয় এর স্থায়ী সমাধান হোক নয় তো নুতন করে অন্য কারো হাতে এজেন্সির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হোক। এদিকে কল্যাণপুরের ডি সি এম অঞ্জন দাস এই সমস্যার সমাধানে সবাইকে আন্তরিক হতে বলেন।

তৃণমূল ও এনপিপি—ত্যাগী মেঘালয়ের সদ্য-প্রাক্তন তিন সহ চার বিধায়কের বিজেপিতে যোগদান

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনইডিএ বা নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে আজ নয়াদিল্লিতে দলের সদর দফতরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মেঘালয়ের বিদ্যমান নির্দল এবং সদ্য পদত্যাগকারী তিন সহ মোট চার বিধায়ক। বিজেপির সর্ভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা দলের উত্তরীয় পরিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রভারী তথা জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সহ-প্রভারী তথা সর্বভারতীয় সম্পাদক রিতুরাজ সিনহা, অসমের মঙ্গদৈয়ের সাংসদ দিলীপ শইকিয়া প্রমুখ। আজ যাঁরা বিজেপিতে যোগদান করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হিমালয় এম শাংপ্লিয়াং, ফারলিন সিএ সাংমা এবং বেনেডিক মারাক সম্প্রতি বিধায়ক হিসেবে পদত্যাগ করে তাঁদের নিজ নিজ রাজনৈতিক দল ছেড়ে দিয়েছেন। এছাড়া রয়েছেন স্যামুয়েল সাংমা। তিনি নির্দল বিধায়ক হলেও ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টির (ইউডিপি)-র সদস্য ছিলেন ।হিমালয় এম শাংপ্লিয়াং গত নভেম্বরে বিধানসভা এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে বেনেডিক্ট মারাক এবং ফেরলিন সিএ সাংমা কনরাড সাংমা নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) ছেড়ে আজ বিজেপিতে যোগদান করেছেন ।বিজেপির সদর দফতরে যোগদান পর্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডার আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মাও তৃণমূলের হিমালয় এম শাংপ্লিয়াং, এনপিপি-র পদত্যাগী দুই বিধায়ক ফারলিন সিএ সাংমা এবং বেনেডিক মারাক এবং নির্দলীয় বিধায়ক স্যামুয়েল সাংমাকে দলে স্বাগত জানান ।প্রসঙ্গত তৃণমূলের হিমালয় এম শাংপ্লিয়াং, এনপিপি-র দুই ফারলিন সিএ সাংমা এবং বেনেডিক মারাক গত মাসে মেঘালয় বিধানসভার অধ্যক্ষ মেটবাহ লিংডোর হাতে তাঁদের পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন। আজ তাঁরা এনপিপি নেতৃত্বাধীন মেঘালয় ডেমোকর্যাটিক অ্যালায়েন্স (এমডিএ) সরকারের শরিক দল বিজেপিতে যোগদান করেছেন।

সিবিআই কর্তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়: লালন মামলায় হাই কোর্ট

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : আদালতের অনুমতি ছাড়া গরু এবং কয়লা পাচার মামলায় তদন্তকারী সিবিআইয়ের অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনও 'কড়া পদক্ষেপ' করা যাবে না। বগটুইকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত লালন শেখের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এই নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট ।আদালত এ-ও জানায়, দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট করতে হবে কল্যাণী এইমস থেকে। বুধবার আদালত জানাল, সিবিআই হেফাজতে লালনের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত সিআইডি চালিয়ে যেতে পারবে। বয়ান নেওয়ার সময় ভিডিয়োগ্রাফি করতে হবে। আগামী বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে ।বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে সিবিআই দাবি করে শৌচাগারে গামছা গলায় নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন লালন। হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর উপর কোনও নির্যাতন হয়নি। তা ছাড়া, এর আগে নির্যাতনের কোনও অভিযোগ ওঠেনি। তারা এ-ও বলে লালনের আত্মহত্যার আগের মুহূর্তে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। সেখানে কোনও আঘাতের চিহ্নের কথা উঠে আসেনি ।বীরভূমের রামপুরহাটে সিবিআইয়ের অস্থায়ী শিবিরে থাকাকালীন লালনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সিবিআই একে আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও লালনের পরিবার খুনের অভিযোগ এনেছেন।

খোয়াই কলেজ পরিদর্শন এনএএসি'র

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। খোয়াইয়ের দশরথ মেমোরিয়াল কলেজ পরিদর্শন করেন এনএএসি'র টিমের ৩ প্রতিনিধি। মঙ্গলবার ও বুধবার দুইদিন এই কলেজের পরিদর্শনকালে পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। মঙ্গলবার তাদের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এদিকে, বুধবার এনএএসি'র প্রতিনিধিরা একটি বৈঠকও করেন কলেজের অধ্যক্ষ সহ রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যদের সাথে। এনএএসি তথা ন্যাশনাল এসেসমেন্ট এন্ড এক্রিডিটেশন। যা দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তদারকি করে।

এলবার্ট এক্কা পার্কে বিজয় দিবস ১৬ই

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। এলভার্ট এক্কা পার্কে বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন করা হবে ১৬ ডিসেম্বর। এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধান অতিথি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশন আরিফ মহম্মদ সহ অন্যান্যরা।

বায়ুসেনায়

● **প্রথম পাতার পর**

https://agnipathvayu.cdac.in এই ওয়েবসাইটে। তাছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সফল যুবক যুবতীর সংখ্যা যাতে আরও বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

সভায় উইং কমাণ্ডার ও কমাণ্ডিং অফিসার এস সন্মগম জানান, অগ্নিবীর প্রকল্পের পরবর্তী নিয়োগের জন্য বি'প্তি আগামী মার্চ, ২০২৩-এ জারি করা হবে। অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে এপ্রিল, ২০২৩ থেকে। সভায় কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজ্যের যুবক যুবতীদের অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আগরতলায় মহা আয়োজন

● **প্রথম পাতার পর**

সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শহর আগরতলাকে স্বচ্ছতার নিরিখে আর সাজিয়ে তোলা হোক। তাই, প্রশাসনিকভাবে বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। ওই কর্মসূচীকে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়া হবে ।প্রসঙ্গত, শিলং-এ পূর্বোত্তর পর্ষদের বৈঠক শেষে ত্রিপুরায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই বৈঠকে অংশ নিতে ১৭ ডিসেম্বর শিলং যাচ্ছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ত্রিপুরা সফরকে ঘিরে আজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান পরিদর্শন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দর পরিদর্শন করেছেন। আজ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, কারা মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, মুখ্য সচিব, ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক সহ সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকগণ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান পরিদর্শন করেছেন। বিজেপির ত্রিপুরা নির্বাচন প্রভারী ডা: মহেশ সিংও এদিন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনায় ছিলেন। এছাড়া বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ ও অমিত রক্ষিত আজ প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন ।এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানিয়েছেন, গতকাল রাতে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া, মুখ্য সচিব প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সাথেও পৃথকভাবে বৈঠক করেছেন। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর সফরের চূড়ান্ত সূচী এখনো ত্রিপুরা সরকারের কাছে আসেনি। তবে, তিনি ১৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরা সফরে আসছেন তা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, ওইদিন দুপুর আড়াইটায় প্রধানমন্ত্রীর বিমান মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দরে অবতরণ করবে। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় অংশ নেবেন ।তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এসপিজির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাই, এবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে নির্মিয়মান মঞ্চের বদলে অস্থায়ী মঞ্চে তিনি বসবেন। সেখানে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলবেন। তবে, এখনো চূড়ান্ত সূচী ত্রিপুরা সরকারের কাছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে পাঠানো হয়নি, বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। তিনি জানান, জনসভা শেষে ওইদিনই প্রধানমন্ত্রী ফিরে যাবেন। তবে, যাওয়ার আগে মন্ত্রি-বিধায়কদের সাথে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে, বলেন তিনি।

কর্মীরা

● **প্রথম পাতার পর**

তাই মৎস্য ব্যবসায়ীরা সেগুলি বিক্রি করছে। তবে কচ্ছপ বিক্রির প্রসঙ্গটি বনদপ্তরকে জানানো হয়নি বলে অকপটে স্বীকার করে নেন মৎস্য বাজারের সম্পাদক নরেশ দাস। এদিকে তেলিয়ামুড়া মৎস্য বাজারে শীত মরশুমে দেদার ভাবে কাছিম এবং কচ্ছপ বিক্রি হলেও বনদপ্তর জেনেশুনেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযান চালায় না। অন্যদিকে কাছিম এবং কচ্ছপ বিক্রির প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়ার ছঙ্গচঞ্জ সাবির কান্তি দাস কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন এ ব্যাপারে খবর পেয়েছেন, তবে খুব সহশয় অভিযান চালানো হবে। তিনি এটাও জানালেন কাছিম এবং কচ্ছপ বিক্রি করা সম্পূন্ন বেয়াইনি। তবে বনকর্মীরা এর বিরুদ্ধে কবে নাগাদ অভিযান চালায় এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে এখন এটাই দেখার ব্যাপার।

উত্তপ্ত ব্রাজিল বোলসোনারো সমর্থকদের কাঠগড়ায় তুললেন লুলা

ব্রাসিলিয়া, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের উত্তপ্ত ব্রাজিল। সাম্প্রতিক নির্বাচনে ধাক্কা খেয়ে বিক্ষোভ শুরু করেছে সেদেশের দক্ষিণপন্থী নেতা জাইর বোলসোনারো অনুগামীরা। বোলসোনারো-পন্থীরা রাজধানী ব্রাসিলিয়াতে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাশাপাশি পুলিশের সদর দফতরেও নাকি ঢোকার চেষ্টা করেছে বিক্ষোভকারীরা। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন প্রেসিডেন্ট লুলা অভিযোগ করেছেন, বোলসোনারো হারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এই ধরনের হামলায় উসকানি দিচ্ছেন।

ব্রাজিলের নির্বাচনে ধাক্কা খেয়েছেন অতি দক্ষিণপন্থী নেতা জাইর বোলসোনারো। সেদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বামপন্থী নেতা লুলা দা সিলভা বিপুল ভোটে জয় পেয়েছেন। গত সোমবারই অক্টোবরের নির্বাচনের ফলাফল মেনে লুলাকে প্রেসিডেন্ট করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিলমোহর দেয় ব্রাজিলের শীর্ষ নির্বাচনী আদালত। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে ভাঙচুর। এই পরিস্থিতিতে লুলার মন্তব্য, ”বিদায়ী প্রেসিডেন্ট হার মেনে নিতে পারছেন না। আর তাই লাগাতার রাস্তায় এই ধরনের বিক্ষোভে উসকানি দিয়ে চলেছেন।” প্রসঙ্গত, আগামী ১ জানুয়ারি শপথ নেবেন লুলা।

বোলসোনারোকে আক্রমণ করার সময় লুলা এও বলেছেন, ”উনি সেই চিত্রনাট্যই অনুসরণ করেছেন যা বিশ্বের সমস্ত ফ্যাসিবাদীরাই করে থাকেন।” তাঁর এহেন মন্তব্য থেকে অনেকেরই মনে পড়ে যাচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা। তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ, বাইডেনের কাছে হেরে প্রেসিডেন্ট পদ খোয়ানোর পরে তিনি হিংসায় উসকানি দেন তাঁর অনুগামীদের। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে চলা তাণ্ডবের পিছনে ট্রাম্পের উসকানিই ছিল চালিকাশক্তি ।অক্টোবর মাসে ব্রাজিলের সাধারণ নির্বাচন হয়। সেখানে জয় পাওয়ার বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো ও তাঁর দলের কর্মীরা। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন, টানা দ্বিতীয়বার বোলসোনারোর নেতৃত্বে ব্রাজিলে সরকার গঠন হতে চলেছে। আমজনতা থেকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ- কেউই ধারণা করতে পারেননি যে নির্বাচনে জিততে পারেন লুলা। যদিও ২০১৮ সাল থেকে চার বছর ধরে নানা অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে অতি দক্ষিণপন্থী সরকার। কোভিডের সময়ে সেদেশের প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তার জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল সরকারের ভুল নীতি। তবুও এইভাবে ফিরে আসবেন বামপন্থী লুলা, এমনটা কেউই আঁচ করতে পারেননি।

গঠিত

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে। গোমতী জেলা কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস কে সরিয়ে কমিটির সাংগঠনিক উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের জেলা সভাপতি করা হয়েছে টিটন পাল কে। টিটন পালের নাম ঘোষণা হতেই জেলার যুব কংগ্রেস থেকে শুরু করে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। নব নিযুক্ত জেলা সভাপতি বুধবার দুপুরে উদয়পুর জেলা কংগ্রেস ভবনে আসেন কর্মীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। প্রথম দিনেই নতুন জেলা সভাপতি টিটন পাল কর্মীদের সাথে এক বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে পরিচয় পর্ব সেরে নেন তিনি। পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে নতুন জেলা সভাপতি টিটন পাল জানান , ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন কে সামনে রেখে এখন থেকে জেলা স্তরে সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে সাজিয়ে তোলা হবে। একই সাথে বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হবে সাংগঠনিক বৈঠক। সেই সাথে বিকাল ৩ টায় হবে কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দিতে পারেন ত্রিপুরার সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দিনভর নতুন জেলা সভাপতিকে ফুলের তোড়া ও ফুলের মালা দিয়ে উষ্ণ অভিনন্দন জানান কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

বরোদায় বিধ্বস্ত হলেও মহিলা ক্রিকেটের গ্রুপ লীগে ৪র্থ ত্রিপুরা

বরোদা: ৩০৮/৫(৫০) ত্রিপুরা: ৭০/১০(২৬.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ব্যাটিং ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠা গেল না ত্রিপুরার মহিলা দলের। পাশাপাশি অকৃপণ বোলিংও ত্রিপুরা দলের পক্ষে প্রকট ছিল। শেষ ম্যাচে ফলস্বরূপ দুই শতাধিক রানের বিশাল ব্যবধানে একপ্রকার গোহারা হেরে দিল্লি থেকে ত্রিপুরার মেয়েরা এখন ঘরে ফেরার টিকিট কেটে নিয়েছে। বরোদার কাছে গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা দল পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়েছে। ২৩৮ রানের বড় ব্যবধানে জয়ী হওয়ার পাশাপাশি বরোদা গ্রুপ-এ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে খেলার জন্যও নির্বাচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ত্রিপুরা পাঁচ ম্যাচ থেকে দুটিতে জয় এবং তিনটিতে হেরে ৮ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে ৬ দলীয় গ্রুপে চতুর্থ স্থান নিয়ে ঘরে ফিরছে। আজ, বুধবার পালাম-টু তে এয়ার ফোর্স কমপ্লেক্স গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা ও বরোদার ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। টস জিতে বরোদার মেয়েরা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রত্যাশিতভাবে পাহাড় প্রমাণ ৩ শতাধিক রানের ইনিংস গড়ে তুলে। সীমিত পঞ্চাশ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে বরোদা ৩০৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অতসী ব্যানার্জির ৯৮ রান ধরতি"র ৭৪ রান, দলনেত্রী নিধি ধামুনিয়ার অপরাজিত ৬১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করা অতশি ৯৩ বল খেলে ৯টি বাউন্ডারি মেরে ৯৮ রান সংগ্রহ করে। রাজ্য দলের অস্মিতা নাথ ও অন্বেষা দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চার চারটি "ডাক"-এর পাশাপাশি প্রায় প্রত্যেকেই ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। অন্বেষা একা ২৫ রান করায় দলের স্কোর অর্ধশত পেরিয়েছে। ২৬ ওভার ৪ গোল খেলে রাজ্য দল মাত্র ৭০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বরোদার এনরুপা একাই সাতটি উইকেট তুলে নেয় ২৩ রানের বিনিময়ে। এনরুপা"র হাতেই যেন ত্রিপুরার ধ্বস নেমে যায়। দলীয় ১০ রানের মধ্যে তিনটি এবং ৬২ রানের মাথায় পরপর তিনটি উইকেটের পতন ত্রিপুরা দলের মলিন চেহারা ফুটে ওঠে। ২৩৮ রানের বড় ব্যবধানে বরোদা জয় পায়।

মধ্য ভুবনবন স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা ১৪ ডিসেম্বর।। উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বুধবার মধ্য ভুবনবন উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মোট ১৬টি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার মাননীয় বিধায়ক ডা: দিলীপ দাস। বিশেষ অতিথি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান মুকুল চন্দ্র রায় ও আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা দেব। পতাকা উত্তোলন, মার্চপাস্ট ও সমবেত পি টি প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্রীড়ানুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। শুরুতে সমস্ত খেলোয়াড়দের পক্ষ্যে শপথ বাক্য পাঠ করেন কেয়া নাগ। মার্শাল আর্ট প্রদর্শন করে বিদ্যালয়ের কৃতি খেলোয়াড় জাতীয়স্তরে অংশগ্রহনকারী সাগর মিঞা ও শেফালী আক্তার। তাছাড়াও যোগ প্রদর্শিত হয়। সমবেত নৃত্য সকলের মন জয় করে ছাত্রীরা। তারপর শুরু হয় বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক প্রনব অখন্ড। সঙ্গে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা সহযোগিতা করেন। সবশেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন উপস্থিত অথিতিরা। ক্রীড়ানুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা দেব সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

রঞ্জি ট্রফি : শ্রীদাম, সুদীপের অর্ধশতক, ১ম ইনিংসে লিড নেওয়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা

গুজরাট: ২৭১, ত্রিপুরা: ২৪৪/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা দলের সম্মিলিত প্রয়াস। প্রথম দিনটা গুজরাটের দখলে ছিল, তেমনি দ্বিতীয় দিনের দখল নিয়েছে ত্রিপুরা দল। বিশেষজ্ঞদের মতে ত্রিপুরা গুজরাটের রঞ্জি ম্যাচটা হয়তো জয় পরাজয়ের ফয়সালা হবে, তবে কোনদল জয়ী হবে তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। যদি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্যে ম্যাচটি ড্র-তে নিষ্পত্তি হয় তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে এখন মুখিয়ে আছে দু"দলই। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ত্রিপুরা দল ২৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে, তবে হাতে উইকেট রয়েছে চারটি। তবুও টেল এন্ডার বলে কথা। আত্মবিশ্বাসের উপর জোর থাকলেও ত্রিপুরা শিবিরও সন্দিহান, প্রথম ইনিংসে আদৌ লিড নেওয়া যাবে কিনা। একটা কারণ, সকালে প্রায় এক ঘন্টা কুয়াশাকীর্ণ আবহাওয়ার কারণে উইকেট ব্যাটিং প্রতিকূল আচরণ করে। তা কাটিয়ে ২৮ রান সংগ্রহ করে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী ত্রিপুরা। প্রথম দিনে গুজরাটের প্রথম ইনিংসের ২৭১ রানের জবাবে ত্রিপুরা আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৮২ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৪৩ রান যোগ করে ২৪৪ রানে পৌঁছায়। খেলা শুরু করেছিল এক রান হাতে নিয়ে। রাজ্য দলের পক্ষে সুদীপ চ্যাটার্জির ৫৮ রান এবং শ্রীদাম পালের ৫৭ রান যেমন কিছুটা উল্লেখযোগ্য। তেমনি অধিনায়ক ঋদ্ধিমানের ৩৭ রান এবং রজত দে"র অপরাজিত ৩৬ রান দলকে কিছুটা অক্সিজেন জুগিয়েছে। তবে দীপকের আউট নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে বৈকি। সিলি পয়েন্টে থাকা মেরাই বলটাকে মাটি স্পর্শ করার পর হাতে নিয়েছে বলে অনেকেই সেটা প্রত্যক্ষ করেছেন। কার্যত, আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে দীপক উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। গুজরাটের বোলার দেশাই, নাগোয়াশওয়ালা, গজা এবং প্যাটেল প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। শ্রীদাম পাল ও ঋদ্ধিমান সাহার দু"দুটি রান আউট ত্রিপুরা দলকে আরো বেশি সচেতন হওয়ার বার্তা দিয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিনের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

পুনর্গঠিত হতে যাচ্ছে রাজ্য কাবাডি সংস্থা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। নতুন মুখ আনা হচ্ছে রাজ্য কাবাডি সংস্থায়। প্রাথমিকভাবে বাছাই পর্বও শেষ। এখন শুধু সিলমোহড় পড়ার অপেক্ষা। জানা গেছে, আগামী দু-একদিনের মধ্যেই গঠিত হয়ে যাবে নতুন কমিটি। বুধবার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মিলনায়তনে হয় রাজ্য সংস্থার বিশেষ সাধারন সভা। ক্রীড়া পর্যদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে হয় সভা। তাতে বিগত দিনের সংস্থার কাজ নিয়ে আলোচনার পাশপাশি কমিটিতে সদস্য সংখ্যা বাড়ানো নিয়েও আলোচনা হয়। এবং সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২১ সদস্য থেকে ২৫ সদস্যের কমিটি গঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানা গেছে, নতুন যে কমিটি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঘোষিত হতে যাচ্ছে তাতে সভাপতি রূপক দেবরায়ের পরিবর্তে আনা হচ্ছে রাজ্য বডি বিল্ডার্স সংস্থার সচিব তনয় দাসকে। সহসভাপতি পদে থাকবেন ৬ জন। রাজ্যের ৮ জেলা থেকে বাছাই করা হবে ৬ জনকে। সচিব হিসাবে সবার পছন্দ হুলো পাল থাকছেন। যুগ্ম সচিব হিসাবে জীবন ঘোষ, টুটন দাস এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে থাকবেন বিজয় কৃষ্ণ দাস। সংস্থার চিফ পেট্রন হিসাবে রয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি।

শ্যামসুন্দর চন্দ্র স্মৃতি লীগ ফুটবলে জয়ে ফিরল বীরেন্দ্র, হারিয়ে রামকৃষ্ণকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। জয়ে ফিরল বীরেন্দ্র ক্লাব। পরপর দুই ম্যাচে হারের পর রামকৃষ্ণ ক্লাবকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে বীরেন্দ্র ক্লাব। ফরওয়ার্ড ক্লাবের কাছে ০-৭ গোলে এবং এগিয়ে চলো সংঘের কাছে ২-৪ গোলে হেরে মনোবল কিছুটা ভেঙে গেলেও চতুর্থ ম্যাচের মাথায় আজ, বুধবার দ্বিতীয় জয় বীরেন্দ্র ক্লাবকে মনের জোর ফিরিয়ে দিয়েছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাব ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে টাউন ক্লাবকে পরাজিত করেছিল।

স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল আসরের ১৩তম ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাব ২-১ গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধের খেলা এক-এক গোলে ড্র-তে অমীমাংসিত ছিল। খেলার অন্তিম পর্যায়ে ইনজুরি টাইমে জাকারিয়ার গোলে ৩ পয়েন্ট পায় বীরেন্দ্র ক্লাব। খেলা শুরুতে দুই মিনিটের মাথায় জাকারিয়া হালাম একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। তবে এই লিড ধরে রাখতে পারেনি।

দশ মিনিটের মাথায় রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিদেশি খেলোয়ার এমেকা গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। প্রথমার্ধে আর কেউ গোলের সন্ধান পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে খেলা এগোতে থাকে। তবে , অন্তিম পর্যায়ে ইনজুরি টাইমে জাকারিয়ার গোলে জয় পায় বীরেন্দ্র ক্লাব। আক্রমণ প্রতি আক্রমের মধ্য দিয়ে পুরো খেলায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চোখে পড়লেও খেলায় ধাক্কাধাক্কি এবং অসদাচরণের দায়ে রেফারি দু দলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। এমনকি রামকৃষ্ণ ক্লাবের রাজু বাসফোরকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করতে বাধ্য হন।

উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ ক্লাবের একাধিক গোলমুখী আক্রমণ বীরেন্দ্র ক্লাবের গোলরক্ষক অভিজিৎ দেবনাথ দারুণভাবে রুখে গোল বাঁচানোর পাশাপাশি ম্যান অব দ্যা ম্যাচের প্রাইজ মানিও জিতে নেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, আদিত্য দেববর্মা, বিপ্লব সিংহ ও তাপস দেবনাথ।

উদয়পুরে ছোটদের ক্রিকেট শ্রীমনের হাত ধরে আবারও জয়ী কেবিআই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। এবার বল হাতে বিধ্বংসী শ্রীমন দেবনাথ। দলনায়ক শ্রীমনের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সুবাদে লো-স্কোইরং ম্যাচেও জয় পেলো কে বি আই সি সি 'এ' দল। জামজুরি কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। জামজুরি স্কুল মাঠে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত হিমাংশু স্মৃতি অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। বুধবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কে বি আই সি সি 'এ' দল মাত্র ৬৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সোমদেব শীল ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং শ্রীমন দেবনাথ ৪০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। জামজুরির পক্ষে শুভজিৎ বর্ধন (৩/৫), সুবীর বৈদ্য (৩/৬) এবং প্রণজিৎ দেব (২/২৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে গেলো ২ ম্যাচে ব্যাট হাতে সকলের নজর কাড়া শ্রীমন দেবনাথের ভেলকির সামনে কুপোকাৎ হয়ে পড়ে জামজুরি।

দল মাত্র ৩৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শুভজিৎ বর্ধন ২৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং কৃষান দাস ৪৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। কে বি আই সি সি-র পক্ষে শ্রীমন দেবনাথ (৫/৫) এবং সুরজিৎ দেবনাথ (২/৪) সফল বোলার। দুরন্ত বল করার পুরস্কার হিসাবে ম্যাচ শেষে আম্পায়াদ্দআ ম্যাচ বল তুলে দেন শ্রীমনের হাতে।

গুয়াহাটিতে জাতীয় যোগাসন, ত্রিপুরা দলের ট্রায়াল ১৭ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় জাতীয় যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ। ২৭- ২৯ শে জানুয়ারি হবে আসর। ওই জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে ত্রিপুরা। ত্রিপুরা দল গঠন করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর শনিবার হবে নির্বাচনী শিবির। এন এস আরসিসি যোগা হলে ওই দিন সকাল ১১ টায় শুরু হবে শিবির। ত্রিপুরা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে। সংস্থার সচিব সমীর সাহা এ খবর জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা স্বচ্ছ অভিযান এর সূচনা করেন। ছবি নিজস্ব।

সরকারের মূল অভিমুখ হচ্ছে শেষ প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের কাছে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল পৌঁছে দেওয়া : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ১৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বর্তমান সরকার জনগণের সরকার জনগণের উন্নয়নে কাজ করার জন্যই এই সরকার। সরকারের মূল অভিমুখই হচ্ছে রাজ্যের শেষ প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের কাছে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল পৌঁছে দেওয়া। আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং কনফারেন্স হলে 'আমার সরকার' ওয়েব পোর্টাল, লোকেলাইজেশন অব সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এবং জন পরিকল্পনা অভিযান-২০২২'র উপর আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। তিনি বলেন, এই সরকার আমার সরকার। এই অনুভূতি যাতে প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে সেজন্য বর্তমান সরকার জনস্বার্থে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আমার সরকার ওয়েব পোর্টালটি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সবকি যোজনা সবকা বিকাশ' এই আহ্বানকে সামনে রেখে জনগণের সার্বিক উন্নতি সাধনে সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণের পাশাপাশি জনগণের মৌলিক পরিষেবাগুলিকে ১০০ শতাংশ সেচুরেশনে পৌঁছে দিতে কাজ করছে। সরকার চাইছে কোন দিকে যেন খামতি না থাকে। জাতীয়স্তরে বিভিন্ন কাজের মূল্যায়নের নিরিখে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে ভালো অবস্থানে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে। ত্রিপুরার এই সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, জনগণের বিভিন্ন সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য আমার সরকার ওয়েব পোর্টালটি চালু করা হয়েছে। আগামীদিনে এই পোর্টালের মাধ্যমে আরও বেশি নজরদারি বাড়ানো হবে যাতে করে রাজ্যে যেসব সম্পদ গড়ে উঠছে তা যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে অন্তিম পংক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির কাছে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সরকার ওয়েব পোর্টালটি চালু করা হয়েছে। এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মানুষের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি স্থানীয়করণের উদ্যোগ নিয়েছে। যাতে উন্নতি সুস্থায়ী বা টেকসইয়ের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর থেকে সুবিধা পেতে পারে। গ্রামকে স্বনির্ভর, স্বচ্ছ এবং সুন্দর করার অংশ হিসেবে কাজ করবে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) দপ্তরের বিশেষ সচিব ড় সন্দীপ আর রাঠোর। অনুষ্ঠানে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা প্রসূন দে আমার সরকার ওয়েব পোর্টালের উদ্দেশ্য, বিষয় সমূহ নিয়ে একটি রূপরেখা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি স্থানীয়করণে ৯টি থিমের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ভিডিওর জন্য নির্বাচিত সেরা ৯টি ব্লককে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) দপ্তরের বিশেষ সচিব ৯টি ব্লকের প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলা পরিষদের সভাধিপতিগণ, পঞ্চায়েত সমিতি ও বিএসি'র চেয়ারম্যানগণ, বিডিও, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চড়িলামের সবচেয়ে পুরনো বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো করা হল আধুনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ডিসেম্বর।। চড়িলাম বাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার যথেষ্ট সক্ষম। বিগত সরকারের আমলে চড়িলামের বিধায়ক থাকলেও চড়িলামে উন্নয়ন বলতে কিছু হয়নি। চড়িলামবাসী উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত ছিল।বুধবার বিকেলে সিপাহীজলা জেলার মধ্যে চড়িলামের সবচেয়ে পুরানো বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়কে আধুনিক মানের পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন করে দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলামের বর্তমান বিধায়ক যীষ্ণু দেববর্মন ও রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, চিপ ইঞ্জিনিয়ার স্বপন কান্তি দাস, চড়িলাম বিএসি চেয়ারম্যান জাকুলো দেববর্মা, বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মনিময় ভৌমিক, জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ, সহ অন্যান্যরা। প্রথমে বিদ্যালয়ের ফিতা কেটে ফলক উন্মোচন করেন দুই মন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন ১৯৪৬ সালে এই বিদ্যালয়টি পথ চলা শুরু করলে ও দীর্ঘ বহুবছর পরেও বিগত সরকারের আমলে এই বিদ্যালয়টির পরিকাঠামোগত মানোন্নয়নে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।যার ফলে বিদ্যালয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছিলেন। তখন ছাত্রছাত্রীরা দুইটা দাবি রেখেছিল।একটি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন আর একটি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের দাবি।তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টি আধুনিকমানের বিদ্যালয় করবেন।শুধু আধুনিক মানের বিদ্যালয় করেননি রাজ্যের ১০০ টি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের মধ্যে চড়িলাম বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতির আওতায় এনেছেন। এই বিদ্যালয়ে এর কাজ শুরু হয় ২০২০ইং সনে, বিশ্রামগঞ্জ আর ডি দপ্তরের এমপ্লয়মেন্টিং এর সহায়তায় সাত কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এই আধুনিক মানের বিল্ডিং এর কাজ সম্পন্ন হয়। ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী চড়িলাম এইচএস নবনির্মিত বিদ্যালয়টির মোট শ্রেণীকক্ষে রয়েছে ২০ টি,মিড ডে মিলের জন্য ডাইনিং রুম রয়েছে একটি, টিচিং রুম দুটি, অডিটরিয়াম রুম একটি, লাইব্রেরি চারটি।বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দুইটি দাবি রেখেছিলেন একটি দাবী চড়িলামের মিনিস্ট্রিডিয়াম অন্যটা হল চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আধুনিকমানের করা। দুইটো কাজ সম্পন্ন হয়েছে এতে আমি খুবই খুশি। ১৯৪৬ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর টিনের ছাউনি ছিল ৭৬ বছর পর এই পাকা বাড়ি। এছাড়া আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন বিদ্যালয়ের প্রবেশপথে সরস্বতীর ছবি লাগানো এমন আধুনিকমানের বিদ্যালয় আমি কখনো দেখিনি।সমস্ত বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে এরকম সরস্বতীর ছবি বসানোর জন্য আবেদন রাখবেন তিনি। চড়িলামে ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী দ্বিতল বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার লোকজনের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

সাংবাদিক অরুণ দেব প্রয়াত

আগরতলা ১৪ ডিসেম্বর। কুমারঘাট প্রেসক্লাবের সম্পাদক অরুণ দেবের প্রয়াণে গভীর শোক জ্ঞাপন করছে আগরতলা প্রেসক্লাব। আগরতলা প্রেসক্লাব প্রয়াত দেবের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে গতকাল রাতে প্রয়াত হয়েছেন কুমারঘাট প্রেসক্লাবের সম্পাদক অরুণ দেব।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় ১০০ টি মডেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ডিসেম্বর।। বুধবার বিশালগড় অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ।দুইদিন ব্যাপী সিপাহীজেলা জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান গণিত পরিবেশ প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান সেমিনার শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে বিশালগড় টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী রতন লাল নাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, ভাইস চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব, সমাজসেবক গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, অফিসটিলা স্কুলের এসএমসি চেয়ারম্যান সুজয় দে প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ। স্বাগত ভাষণ রাখেন অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মলয় ভৌমিক। বিজ্ঞান গণিত পরিবেশ প্রদর্শনীতে জেলার ৫৫ টি স্কুলের মোট ১০০ টি মডেল ছিল। প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান মনস্কতায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। বর্তমান ছাত্র যুব সমাজ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার কারিগর হবে।তাছাড়া তিনি আরোও বলেন বিশেষ করে শিক্ষা ব্যাবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প, এনসিআরটি সিলেবাস, সুপার থার্টি ইত্যাদি প্রকল্পে ছাত্র সমাজ উপকৃত হয়েছে। স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে। আজকের ছাত্রদের নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি। যে স্বপ্ন আমাদের ঘুমুতে দেয়না। শেষে বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত বিজ্ঞান মডেল গুলো পরিদর্শন করেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অতিথিরা।

পেকুয়াজলায় অনুষ্ঠিত হল কৌশল মেলা ও লাভার্থী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। গাং ঠাকুরপাড়া পেকুয়াজলা অনুষ্ঠিত হলো ব্লক লেবেল কৌশল মেলা লাভার্থী সম্মেলন ও প্রতি ঘরে সুশাসন ক্যাম্প। বুধবার কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাইজলা জেলায় এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, উপস্থিত ছিলেন টাকারজলা বিজেপি মন্ডল সভাপতি রবীন্দ্র দেববর্মা, সহ জম্পুইজলা ব্লকের আধিকারিকগণ, উক্ত সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক জনগণের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং রাজ্য সরকার যে সমস্ত প্রকল্পগুলি জনসাধারণের জন্য চালু করেছেন তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা উক্ত সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত অতিথিরা বিভিন্ন বেনি ফিসারিদের সঙ্গে আলোচনা মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্টিকরণ করতে পারেন।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে : সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ১৪ ডিসেম্বর।। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই কাজে দপ্তরের সকলস্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিদের আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। এই দপ্তর মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে যুক্ত। আজ প্রজ্ঞাভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। বৈঠকে দপ্তরের সচিব তাপস কুমার রায়, অধিকর্তা স্মিতা মল, অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাঞ্চল ছাড়াও দপ্তেরের উপঅধিকর্তা, ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার, এডিসি'র আধিকারিক সহ সিডিপিওগণ অংশ নেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, দপ্তরের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক কাজের পর্যালোচনা করার জন্য এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে সামাজিক ভাতা রয়েছে তা যেন সঠিকভাবে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছায়। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি উপহার, পোষণ অভিযান প্রকল্পের সুবিধা গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের কাছে পৌঁছায়। কেউ যাতে অপুষ্টিতে না ভোগেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে আরও কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় তা দপ্তরকে দেখতে হবে।

পর্যালোচনা বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস কুমার রায় বলেন, দপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল যথাযথভাবে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতেই এই পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা স্মিতা মল দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। পর্যালোচনা বৈঠকে নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনা, পোষণ অভিযান, মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি উপহার, মিশন বাৎসল্য, সামাজিক ভাতা, মহিলা কল্যাণ, প্রি স্কুল এডুকেশন কিটস, এলপিজি গ্যাস সংযোগ, ওয়ান স্টপ সেন্টার সহ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

পর্যালোচনা বৈঠকে জানানো হয়, রাজ্যে এখন ৯,৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু রয়েছে। আরও ২ ১৫টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ব্রু (রিয়াং) শরণার্থী এলাকাতে ৪২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার অনুমোদন পাওয়া গেছে।

ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনে ডেপুটেশন দিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বুধবার ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন অফিসে রাজ্যে মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন।

এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস বলেছেন, আপনারা দেখছেন ত্রিপুরার মানুষ যেখানেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে, সেখানে পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নির্মমভাবে তাঁদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের কোনো উদ্বেগ নেই, সরকারও নীরব, তাই বোঝা যাচ্ছে সরকারের মদতেই, সরকারের নির্দেশেই এইসব অত্যাচার হচ্ছে। এই জন্য আমরা আজকে মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছি। ওঁরা আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা আশা করি যে ওঁরা পদক্ষেপ নেবেন।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেছেন, আজকে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের নেতৃত্বে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে দেখা করেছি এবং একটা স্মারকলিপির মাধ্যমে এটা তুলে ধরেছি যেভাবে পুলিশ লাঠিচার্জ করছে একটা গণতান্ত্রিক দেশে যারা আন্দোলন করছে তাঁদের উপর। একজন গর্ভবতী মহিলাকে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে তারপর পুলিশ বলছে এই ধরনের মহিলা কেন আন্দোলনে এসেছিল। এটা পুলিশ বলতে পারেনা। পুলিশ জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্যে আছে। আমরা আজকে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই স্মারকলিপি দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে স্থায়ী সমাধান চান চাকরীচ্যুত শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের আগে চাকুরিচ্যুত ১০,৩২৩ -এর শিক্ষক শিক্ষিকারা রাজ্য সরকারের কাছে জবাব চাইলো। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য এক প্রকার ভাবে অনশন মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে দেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক অরবিন্দ শর্মা। বুধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন সংলগ্ন অনশন মঞ্চ থেকে ১০,৩২৩ ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক সমাজের সদস্য অরবিন্দ শর্মা আরো জানান, ৫৬ দিন ধরে রাস্তায় বসে আছেন ১০,৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। আর এই বিষয়ে রাজ্য গোয়েন্দা শাখা থেকে জানতে পারেন আগামী ১৮ ডিসেম্বর রাজ্য সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাই প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে আগামী ১৬ ডিসেম্বর রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছেও যাবে ১০,৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। কিন্তু এই দিন যদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকর্তা জবাব না দেয় তাহলে অনশন মঞ্চ থেকে প্রশ্ন ছোড়া হবে।

দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতায় বাইক র‍্যালী আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বুধবার উমাকান্ত স্কুল মাঠ থেকে এক বাইক মিছিলের শুভ সূচনা হয়। আই সি আই সি আই লোম্বার্ডের পক্ষ থেকে এই সচেতন মূলক মিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রতন লালন নাথ। তিনি বক্তব্য রেখে বলেন, রাজ্যের সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় দ্বিচক্র যানের। তাই এই মুহূর্তে সামাজিক নিরাপত্তা জন্য বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২৫ শতাংশ দ্বিচক্র যান দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ঘটনার রাশ টানতে সড়ক নিরাপত্তা হিসেবে হেলমেট পরিধান করা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি এই দুর্ঘটনা শিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুরা এবং যুবকরা হয়ে থাকছে। তাই সকলকে হেলমেট পরিধান করা বাধ্যতামূলক বলে জানান মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

National Career Service

GOVERNMENT OF TRIPURA
EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING
OFFICE LANE, SHRAMA BHAWAN, AGARTALA, WEST TRIPURA

RECRUITMENT DRIVE

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী ১৬ ই ডিসেম্বর ২০২২, ১৭ ই ডিসেম্বর ২০২২, ১৯ ই ডিসেম্বর ২০২২ এবং ২০ ই ডিসেম্বর ২০২২ এ শ্রম ভবন, অফিস -লেন,আগরতলা প্রাঙ্গণে সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত, রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

Sl. No	Name of Employer	Job Title	Vacancy	Place of Posting	Salary (Per month)	Qualification	Age	Date
1	iLogitronics Technologied Pvt. Ltd.	Operations Analyst	2	Agartala	Rs. 14,000/- to 18,000/-	Graduate/ Diploma • B.Tech in ECE/ EE/ E&I/ EEE/ CS/ IT • Having Knowledge of Technologies like Php, Java, JSP, HTML, CSS, Bootstrap, CodeIgniter, Laravel (0 -1 years Experience)	21 Yrs and above	16/12/22 (FRIDAY)
		Web Developer	1	Agartala	Rs. 7,000/- to 12,000/-			
		Sales Internship (For 2-6 months)	5	Agartala/ Work from Home	Project-specific Payouts/ Stipends	Graduate/ Diploma/ HSE	18+	
		TOTAL POSTS	8					
2	Satin Creditcare Network Limited	Field Executive	20	Tripura	Rs. 10,300/- + Rs. 3000/- (Fuel Allowance)	Hs(+2) and Above (MALE CANDIDATES ONLY)	21-28 yrs	17/12/22 (SATURDAY)
		TOTAL POSTS	20					
3	A.S Security Private Service	Multi Task Worker/ CRO	20	Agartala	Rs. 8000/-	Min. X pass	18-45 yrs	19/12/22 (MONDAY)
		Security Guard	25		Rs. 7000/- to 8000/-	Min. VIII Pass (MALE CANDIATES ONLY)	18-45 yrs	
		Housekeeping	10		Rs. 5500/-	Min. V pass	18-45 yrs	
		Driver	5		Rs. 9000/-	Min. VIII pass + Commercial Driving license	18-45 yrs	
		Data Entry Operator	2		Rs. 9000/-	Graduation + Computer knowledge	18-45 yrs	
		Receptionist	2		Rs. 7000/- to 8000/-	Min. XII Pass	18-45 yrs	
		Office Assistant	2		Rs. 7000/- to 8000/-	Min. XII Pass + Computer knowledge	18-45 yrs	
		Admin	1		Rs. 9000/-	Graduation + Computer knowledge	18-45 yrs	
		TOTAL POSTS	67					
4	Academy of Services	Office Assistant	2	Agartala	Rs. 6000/- to 8000/-	Min. HS(+2) pass+ Good computer knowledge.	18-35 yrs	20/12/22 (TUESDAY)
		TOTAL POSTS	2					

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা:-

- কোনো আবেদনপত্র জমা করতে হবেনা। একমাত্র শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটদের ফর্ম ফিলাপ করতে হবে যা এমপ্লয়াররাই সরবরাহ করবেন। ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের BIODATA সহ ডেট অফ বার্থের প্রমান পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানপত্র, নাগরিকত্বর সার্টিফিকেট বা PRTC, NCS Card, এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও ফটোকপি ও সাম্প্রতিক কালের দুইকপি কালার ফটো নিয়ে আসতে হবে।
- বিস্তারিত আরও বিবরণের জন্য মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের জব-ফেয়ারে/ রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ এ সরাসরি অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরুধ করা হচ্ছে।
- যেইসব প্রার্থী সিলেক্ট হবেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে তারা তাদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়ার থেকে নিশ্চিতভাবে জানার পর যেন কাজে যোগদান করেন।
- মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও জব-সিকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা জব-সিকারের মধ্যে যে কোনো কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকিবেনা।

ICA/D-1665/2022-23

-sd/
Director
Employment Services & Manpower Planning
Government of Tripura

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।